তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১

অভিযোগকারী ঃ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
এ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট
ও প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী
সমিতি

প্রতিপক্ষ ঃ ১। চেয়ারম্যান
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
ঢাকা।

২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-৪, রাজউক,
ঢাকা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

অভিযোগকারী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ল-ইয়ারস এসোসিয়েশন (বেলা) এর পক্ষ থেকে বিজিএমইএ ভবনের নির্মাণ অনুমোদন সম্পর্কিত তথ্য জানতে চেয়ে চেয়ারম্যান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-৪ বরাবর আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৫) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় বেলা উল্লেখিত আইনের ধারা ২৪ অনুযায়ী রাজউক চেয়ারম্যানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আপীল আবেদন প্রেরণ করেন। আপীলে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২৪(৩) অনুযায়ী অনুরোধকৃত তথ্য ১৫ দিনের মধ্যে

বেলাকে সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজউককে নির্দেশ দিতে সচিব বরাবর আবেদন জানানো হয়। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও তথ্য না পাওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫(১) (খ) ও (গ) অনুযায়ী বেলা প্রধান তথ্য কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) বরাররে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন ।

দাখিলকৃত অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তথ্য কমিশনের ৩০.০৮.২০১০ তারিখের সভায় পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য অধিকার আইনের ১০(১) উপধারা অনুযায়ী এই আইন জারীর ৬০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে ১০(৪) উপধারা অনুযায়ী পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করার নির্দেশ থাকলেও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। কাজেই কমিশন সচিবকে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও রাজউককে অবহিত করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তাদের আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবীসহ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়। তদনুযায়ী তথ্য কমিশনের স্মারক নং তকক/প্রশা-২৩/২০১০/৩৩১ তারিখ ১২/০৪/২০১০ মাধ্যমে সচিব গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান রাজউক কে অবহিত করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান রাজউক এর নিকট চাহিত তথ্যাদি না পাওয়ায় তথ্য প্রদানের জন্য তাগিদ দেয়া হয়। অবশেষে ২৬/০৭/২০১০ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউক থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২ জনের নাম, পদবীসহ অন্যান্য তথ্যাদি পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ ঃ

কর্তৃপক্ষের নাম		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তার তথ্যাদি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	ঃ	জনাব এ এম আজহার, উপ-সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ঃ	জনাব মোঃ আনোয়ারম্নল ইসলাম সদস্য (পরিকল্পনা), রাজউক, ঢাকা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি পাওয়া গেলেও অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত না করায় পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে কমিশনকে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৯/২০১০ তারিখে রাজউক এর স্মারক নং রাজউক নঅঅ ৪/৩ সি ২৬/২০০৩/৫৮৪ এর মাধ্যমে চাহিত তথ্যাদি ক্রমানুসারে রিপোর্ট আকারে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রতীয়মান হয় যে, অত্র অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ফলে রাজউক চাহিত তথ্য সরবরাহ করেছে। এ কারণে অভিযোগটি ইতোমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ২

অভিযোগকারী ঃ মোঃ এনামুল কবির হাওলাদার	প্রতিপক্ষ ঃ রিক্তা দত্ত
মাহাফেল হক এন্ড কোং	সহকারী নিবন্ধক
বিজিআইসি টাওয়ার (৫ তলা),	সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন
৩৪, তোপখানা রোড,	সমবায় অধিদপ্তর
ঢাকা-১০০০।	আগারগাঁও, ঢাকা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

অভিযোগকারী জনাব মোঃ এনামুল কবির হাওলাদার, মাহাফেল হক এন্ড কোং, বিজিআইসি টাওয়ার (৫ তলা) ৩৪, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ বরিশাল সদর উপজেলার তৎকালীন উপজেলা সমবায় অফিসার জনাব এবিএম জাহিদ হোসেনের বিরুদ্ধ অভিযোগসমূহ সমবায় অধিদপ্তরে উপনিবন্ধক, জনাব সুব্রত ভৌমিক কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি চেয়ে নিবন্ধক বরাবর আবেদন দাখিল করেন। বিগত ১৫/০১/২০০৯ তারিখে সহকারী নিবন্ধক বেগম রিক্তা দত্ত স্বাক্ষরিত স্মারক নং ১৩৮/৯৪ জি/৫৮/এ/ও মাধ্যমে অবহিত করা হয় যে, আবেদনপত্রটি উক্ত দপ্তরে পর্যালোচনার পর তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ এর ৭(ঠ)

ধারা অনুযায়ী তাকে তদন্ত প্রতিবেদনের সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ করা হয়নি। গত ২/৩/২০০৯ তারিখে পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব বরাবর আপীল দায়ের করা হয়। তৎপর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারী হলে গত ১২/১০/২০০৯ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে বর্ণিত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি চেয়ে পুনরায় আবেদন করা হয়। কিন্তু আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ না করায় তথ্য অধিকার আইনের ২৪ ধারা মোতাবেক সচিব, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবরে ১৫/০৩/২০১০ তারিখে আপীল দায়ের হয়। কিন্তু তার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করা হয়।

তথ্য কমিশনের ৩০/০৮/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটির কপি সচিব, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং নিবন্ধক সমবায় অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, ঠিকানাসহ ছক মোতাবেক তথ্যাদি চাওয়া হয়। তদনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তর থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে রিক্তা দত্ত, সহকারী নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) কে নিয়োগ করে জানানো হয়েছে। কিন্তু যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না তা জানানো হয়নি। অদ্য ০৭.০৩.২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে শুনানী হবার কথা থাকলেও অভিযোগকারীর মা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় এবং হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকার কারণে উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হতে পারেন নি বিধায় শুনানী অনুষ্ঠিত হয়নি। অভিযোগটি শুনানীর জন্য পরবর্তী তারিখ ২২.০৩.২০১১ নির্ধারণ করা হয়।

অদ্য ২২.০৩.২০১১ তারিখ শুনানীকালে অভিযোগকারী কোনরূপ আবেদন বা যোগাযোগ ছাড়াই অনুপস্থিত থাকলে একতরফা শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিপক্ষ রিক্তা দত্ত সহকারী নিবন্ধক, সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা জানান যে, আবেদনকারী কর্তৃক যাচিত তথ্য প্রদানের পূর্বে আরও একটি তদন্ত প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং তদন্তকার্য সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে তা প্রদান করার সুযোগ ছিল না। তবে সম্প্রতি তদন্ত কার্য সমাপ্ত হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

সিদ্ধান্ত ঃ তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য প্রদানপূর্বক কমিশনকে অবহিত করবেন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৩

অভিযোগকারী ঃ অসীম দাস,
পিতা-কদম দাস
গ্রাম ঃ আটারই
পোঃ-জেয়ালা
উপজেলা- তালা
জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা- তালা
জেলা-সাতক্ষীরা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

অভিযোগকারী অসীম দাস, পিতা-কদম দাস, গ্রাম ঃ আটারই, পোঃ-জেয়ালা, উপজেলা-তালা, জেলা-সাতক্ষীরা। তালা উপজেলার ০৬ নং সদর ইউনিয়নের কোন্ কোন্ মৌজায় খাস জমি আছে তা জানতে চেয়ে উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধানের কার্যালয়ে গত ২৫/০৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আবেদনকারী ০২/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগ পত্রের সাথে সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের কপি সংযুক্ত নেই। খাস জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন না করে সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে আবেদন করা হয়েছে যা সঠিক হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ দাখিলকৃত অভিযোগটি যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল না করায় খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশিস্নষ্ট উপজেলা ভূমি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পুনরায় আবেদন দাখিল করতে পারবেন। এভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য করা হয়। সংশিস্নষ্ট সকলকে কপি দিয়ে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ০৪

অভিযোগকারী ঃআসাদুজ্জামান
প্রযত্নে-সেফ,
নূরভিলা, ৫১,
খান-এ-সবুর রোড,
খুলনা-৯১০০।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। মোঃ বেলায়েত হোসেন
উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাঃ)
কলকারখান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
পরিদপ্তর
খুলনা বিভাগ, খুলনা।
<u>বর্তমান ঠিকানা</u>
উপ-প্রধান পরিদর্শক
কলকারখান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
পরিদপ্তর
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

২। মোঃ ফরিদূল ইসলাম
সহকারী প্রধান পরিদর্শক (দায়িত্বপ্রাপ্ত)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
পরিদপ্তর,
খুলনা বিভাগ, খুলনা

৩।   মোঃ আমিনুল ইসলাম

উপসচিব ও

প্রধান পরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

পরিদপ্তর, ঢাকা

শুনানীর তারিখ ঃ ২২.০৩.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী আসাদুজ্জামান, প্রযত্নে-সেফ, নূরভিলা, ৫১,খান-এ-সবুর রোড, খুলনা-৯১০০ গত ২৮/০৬/২০১০ তারিখে জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), শ্রম দপ্তর, বয়রা, খুলনা বরাবর চিংড়ি শিল্প সেক্টরে সরকার ঘোষিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মুজরী যেসব কারখানায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার তালিকা চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান না করায় সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন । আপীল কর্তৃপক্ষ ৩০/০৮/২০১০ তারিখের স্মারক নং-কা/অংআ-৫৫/০৯/৩০০(২) মারফত সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য আপীলকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৫/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উলেস্নখিত তারিখে অভিযোগকারী অনুপস্থিত থাকার কারণে পরবর্তীতে ০৭/০৩/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয় এবং উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানী শেষে

সংশিস্নষ্ট উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), শ্রমদপ্তর, বয়রা খুলনাকে তার অফিসে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে ১৫ দিনের মধ্যে নিয়োগের বিষয়ে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তী শুনানীর দিন উভয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ আপীল কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে পুনঃশুনানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত্ম গৃহীত হয়।

অদ্য ২২-০৩-২০১১ তারিখ পুনঃশুনানীকালে অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, গত ২৮/০৬/২০১০ তারিখে মো ঃ বেলায়েত হোসেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), শ্রম দপ্তর, বয়রা, খুলনা বরাবর চিংড়ি শিল্প সেক্টরে সরকার ঘোষিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মুজরী যেসব কারখানায় বাস্ত্মবায়ন করা হচ্ছে তার তালিকা চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান না করায় সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ৩০/০৮/২০১০ তারিখের স্মারক নং-কা/অংআ-৫৫/০৯/৩০০(২) মারফত সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্য আপীলকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তিনি যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু আবেদনকারী তার গবেষণা কাজের জন্য জরিপ করে প্রাপ্ত তথ্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রদেয় তথ্যের সাথে মিল না থাকায় তথ্য সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত্ম হন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে তালিকা প্রদান করেছেন তার মধ্যে এম.ইউ.সি ফুডস লিঃ, এশিয়া সী ফুড লিঃ, ডেল্টা ফিশ লিঃ, সাতক্ষীরা ফুড লিঃ এবং এ.ফিশ লিঃ এ কয়টি কারখানা বন্ধ আছে। তাহলে বন্ধ কারখানায় যেখানে শ্রমিকেরা কোন কাজ করেনা সেখানে নূন্যতম মজুরীর বিষয়টি প্রাসংঙ্গিক নয়। উলিস্নখিত তালিকার (২০নং) ইন্টার ন্যাশনাল সী ফুড লিঃ -এর অবস্থান রূপসা খুলনাতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের তালিকায় দেখা যায় যে, উক্ত কারখানার অবস্থান চিটাগংয়ে যা তথ্যটির বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করে। প্রাথমিক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, শতকরা ৫৫ ভাগ শ্রমিকেরা সরকার ঘোষিত নূন্যতম মজুরী পাচ্ছে অপরদিকে বাকী ৪৫ ভাগ শ্রমিক তা পাচ্ছে না। খুলনা, যশোর ও বাগেরহাটে ৫৩ টি কারখানা আছে। কিন্তু প্রদেয় তালিকায় ৩৯ টি কারখানার উলেস্নখ আছে।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত বেলায়েত হোসেন, তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, গত ৩০.০৯.২০১০ ইং তারিখে তথ্য আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক নূন্যতম মজুরী প্রদানকারী কারখানাসমূহের নামের তালিকা অভিযোগকারীর বরাবর সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী যে ৪টি কারখানা বন্ধ বলে উল্লেখ করা হয়, পরিদর্শনের সময় সেগুলো বন্ধ পাওয়া যায় নাই। চিংড়ি শিল্পে ন্যূনতম মজুরীর গেজেট অনুসারে শ্রমিককে 'ক' ও 'খ' এ দুই পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। 'ক' পরিচ্ছেদে ৭টি গ্রেড ও 'খ' পরিচ্ছেদে কর্মচারী বোঝানো হয়েছে। পরিদর্শনের সময় 'খ' পরিচ্ছেদের শ্রমিকসহ 'ক' পরিচ্ছেদেরও কিছু শ্রমিক পাওয়া যায়। অভিযোগকারী যখন তাদের সার্ভে করেছিলেন, তখন ফ্যাক্টরির উৎপাদন বন্ধ ছিল। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান মোতাবেক 'ক' ও 'খ' উভয় পরিচ্ছেদে শ্রমিককেই "শ্রমিক" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার সময় কখনই আলাদারূপে 'ক' পরিচ্ছেদের শ্রমিকের বিষয়ে আবেদন করেন নি। এমন কি কারখানার তালিকা ব্যতীত অন্য কোন তথ্যের জন্য তারা আবেদন করেন নি। যে কারখানাটি চট্টগ্রামে অবস্থিত বলে অভিযোগকারী উল্লেখ করেছেন তা আসলে বানানের ভুলবশত সৃষ্ট তথ্য বিভ্রাট । যেমন ইন্টারন্যাশনাল সী ফুডের স্থলে হবে ইন্টারন্যাশনাল স্রীম্প এক্সপোর্ট লিঃ।

প্রতিপক্ষে উপস্থিত নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ। মোঃ ফরিদুল ইসলাম সহকারী প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা জানান যে, তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর অফিসে তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত্ম কোন নথি না পাওয়ায় বা তার নিকট কেউ তথ্যের জন্য না আসায় তিনি তথ্য প্রদান করেননি। আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ আমিনুল হক, প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকা জানান যে, তিনি তথ্যের জন্য আবেদনকারীর নিকট হতে অনুরোধপত্র পাওয়ার পর তথ্য প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করেছিলেন তবে আদেশ মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়নি।

শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বানানগত বা তথ্যগত ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধনী আকারে ‌। আবেদনকারীকে পুনরায় প্রদান করা প্রয়োজন ছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও দীর্ঘদিন দায়িত্বরত থাকার পরেও তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত নন এ বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ০৭ দিনের মধ্যে যাচাই বাচাইপূর্বক সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য আবেদনকারীকে প্রদানপূর্বক কমিশনকে অবহিত করবে। আপীল কর্তৃপক্ষ তাঁর অধীনস্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তথ্য অধিকার আইন অনুসারে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (তৃতীয় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স ঃ ৯১১০৬৩৮।

অভিযোগ নং ঃ ৫

অভিযোগকারী ঃ মানসী চাকমা
বাড়ী নং-৫১-৫২(১ম তলা)
রাস্তা নং-এ, ব্লক-এ(জে)
মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব গোলাম ফারুক খান
পরিচালক, প্রশিকা।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৫.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারিনী মানসী চাকমা, বাড়ী নং-৫১-৫২(১ম তলা), রাস্তা নং-এ, বস্নক-এ(জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬ বিগত ৩১ অক্টোবর, ২০১০ ইং তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগপত্র দায়ের করে উলেস্নখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রশিকা ভবন, মিরপুর-২ এর নিকট তিনি গত ২৯-০৭-২০১০ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্যাদি চেয়ে আবেদন করেন ঃ

১. প্রশিকা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদানের নিয়মাবলী সংক্রান্ত তথ্যের কপি;

২. কিসের ভিত্তিতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদান করা হচ্ছে না তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের তালিকা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্যের কপি।

আবেদনটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী দাখিল করা হয়েছে। উলেস্নখিত আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী আবেদনপত্র গ্রহণের পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে উলেস্নখিত বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে বাধ্য থাকলেও তারা তথ্য দেয়নি। যাচিত তথ্য না পেয়ে উলেস্নখিত আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্দ্ধতন আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল আবেদন করেও পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কোন উত্তর প্রাপ্ত হননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ০৬/০২/২০১১ তারিখ ও পরে ১৫.০২.২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযোগকারীনি তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার পর গত ১৪.০২.২০১১ তারিখে প্রভিডেন্ট ফান্ডে তার পাওনা বাবদ ৩৯,৯১৮/-টাকা বুঝে পেয়েছেন। কিন্তু চাহিত তথ্য অদ্যাবধি প্রাপ্ত হয়নি।

অতঃপর প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব গোলাম ফারুক খান, পরিচালক তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন ও পরিচালনার নিয়মাবলী শুধুমাত্র সংস্থার কর্মীদের জন্যই প্রযোজ্য। সংস্থার সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তনের পর এই নিয়মাবলী বর্তমানে সংশোধনের পর্যায়ে আছে যা কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হবে। নিয়মাবলী চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রয়োজনে তা সংস্থার মানব সম্পদ বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন যে, সাবেক কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বিতরণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ৩১/০৭/২০০৯ তারিখে দৈনিক 'প্রথম আলো' এবং ২৯/০৭/২০০৯ তারিখে 'সমকাল' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সাবেক

কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বিতরণ কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ নেই এবং এ কার্যক্রম যথানিয়মে চলছে। ফলে, প্রভিডেন্ট ফান্ড বিতরণ বন্ধ রাখা সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তের কপি নেই। অভিযোগকারীর মোট পাওনা ৩৯,৯১৮ টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রশিকা কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত বিষয়াদি সংস্থার গভানিং বডি ও প্রধান নির্বাহীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারিনী গত ১৪/২/২০১১ তারিখে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তার প্রাপ্য অর্থ বাবদ ৩৯,৯১৮/-টাকা বুঝে পেয়েছেন। তবে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা প্রদানের নিয়ামাবলী সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্ত হননি। কাজেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৪ ও ৭ ধারার বিধান পর্যালোচনায় যাচিত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রদানযোগ্য বিবেচনায় প্রশিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য আগামী ২২.০২.২০১১ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার নির্দেশসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো এবং তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হলো। অনুলিপি দিয়ে সংশিস্নষ্ট সকলকে অবহিত করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব উৎপল কান্তি খীসা
বাড়ী নং-৫১-৫২,
রাস্তা নং-০৩,
বস্নক-এ (জে), মিরপুর-০৬,
ঢাকা ।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/**অফিস প্রধান**
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মহাখালী, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব উৎপল কান্তি খীসা, বাড়ী নং-৫১-৫২, রাস্তা নং-০৩, বস্নক-এ (জে), মিরপুর-০৬, ঢাকা গত ০৯/০৮/২০১০ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাখালী, ঢাকা বরাবর বাংলাদেশের সরকারী হাসপাতালে ডাক্তারদের নিয়োগ প্রদানের নিয়মাবলী সংক্রান্ত তথ্যের সর্বশেষ কপি এবং গত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কতজন ডাক্তার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে তার **পরিমাণ** ও কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সেই সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্যের কপি পাওয়ার জন্য তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আবেদনকারী ০৫/০৯/২০১০ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাখালী, ঢাকার নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে ৩১/১০/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ **অফিস প্রধানের** নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়েছে। সংশিস্নষ্ট কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন না করে **অফিস প্রধান** বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার বিষয়টি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী যথাযথ হয়নি। তাছাড়া দেখা যায় যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে ০২ (দুই) নম্বর ক্রমিকে উলেস্নখিত তার যাচিত তথ্যের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। অপরদিকে সংশিস্নষ্ট অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা তথ্য কমিশন অবগত নয়। এ ব্যাপারে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাখালী, ঢাকা কে তার কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করার এবং অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশন কে অবহিত করার অনুরোধ করে তথ্য কমিশন ০৫/০১/২০১১ তারিখে তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৬৮০(১) স্মারকমূলে পত্র প্রদান করে।

পববর্তীতে অভিযোগকারী একই অভিযোগ পুনরায় তথ্য কমিশনে দাখিল করলে কমিশন ০৪/০৭/২০১১, ১৯/০৯/২০১১ ও ১৩/১০/২০১১ তারিখের সভায় অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ০৫/০১/২০১১ তারিখের তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৬৮০(১) স্মারকমূলে প্রেরিত পত্রের জবাব চেয়ে পুনরায় মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাখালী, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করার এবং অভিযোগকারীকে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করার পরামর্শ প্রদান পূর্বক পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৭/১০/২০১১ তারিখে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাখালী, ঢাকা বরাবর এবং অভিযোগকারী কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ দাখিলকৃত অভিযোগটি যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল না করায় অভিযোগকারীকে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করে এবং প্রতিপক্ষকে তার কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশন কে অবগত করার পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংশিস্নষ্ট সকলকে কপি দিয়ে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৭

অভিযোগকারী ঃ জনাব উৎপল কান্তি খীসা	প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/**অফিস প্রধান**
বাড়ী নং-৫১-৫২,	বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান
রাস্তা নং-০৩,	মেডিঃ বিশ্ববিদ্যালয়
বস্নক-এ (জে), মিরপুর-০৬,	শাহবাগ,
ঢাকা ।	ঢাকা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

অভিযোগকারী জনাব উৎপল কান্তি খীসা, বাড়ী নং-৫১-৫২, রাস্তা নং-০৩, বস্নক-এ (জে), মিরপুর-০৬, ঢাকা গত ০৯/০৮/২০১০ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধান, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যাল, শাহবাগ, ঢাকা বরাবর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বর্তমানে কি কি ধরনের সেবা বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রদান করা হয় তার নামের তালিকা সংক্রান্ত এবং যদি বিনামূল্যে কোন সেবা প্রদান করা না হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেকটি সেবার বিপরীতে মূল্য তালিকার তথ্যের কপি পাওয়ার জন্য তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আবেদনকারী ০৫/০৯/২০১০ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ ভিসি, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যাল, শাহবাগ, ঢাকার নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে ৩১/১০/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/**অফিস প্রধানের** নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়েছে। সংশিস্নষ্ট কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন না করে **অফিস প্রধান** বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার বিষয়টি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী যথাযথ হয়নি। অপরদিকে সংশিস্নষ্ট অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা তথ্য কমিশন অবগত নয়। এ ব্যাপারে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যাল, শাহবাগ, ঢাকা কে তার কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করার এবং অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশন কে অবহিত করার অনুরোধ করে তথ্য কমিশন ০৫/০১/২০১১ তারিখে তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৬৮০(২) স্মারকমূলে পত্র প্রদান করে।

পববর্তীতে অভিযোগকারী একই অভিযোগ পুনরায় তথ্য কমিশনে দাখিল করলে কমিশন ০৪/০৭/২০১১, ১৯/০৯/২০১১ ও ১৩/১০/২০১১ তারিখের সভায় অভিযোগের বিষয়ে বিস্ত্মারিত আলোচনা এবং অধিকতর পরীড়্গা নিরীড়্গার পর ০৫/০১/২০১১ তারিখের তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৬৮০(২) স্মারকমূলে প্রেরিত পত্রের জবাব চেয়ে পুনরায় উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যাল, শাহবাগ, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করার এবং অভিযোগকারীকে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করার পরামর্শ প্রদানপূর্বক পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত্ম গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত্মের ভিত্তিতে ১৭/১০/২০১১ তারিখে উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যাল, শাহবাগ, ঢাকা বরাবর এবং অভিযোগকারী কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ দাখিলকৃত অভিযোগটি যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল না করায় অভিযোগকারীকে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করে এবং প্রতিপক্ষকে তার কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশন কে অবগত করার পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি দিয়ে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব উৎপল কান্তি খীসা	প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/**অফিস প্রধান**
বাড়ী নং-৫১-৫২,	বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনাল
রাস্তা নং-০৩,	ইনস্টিটিউট,
ব্লক-এ (জে), মিরপুর-০৬,	সিআরপি, মিরপুর-১৪,
ঢাকা ।	ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব উৎপল কান্তি খীসা, বাড়ী নং-৫১-৫২, রাস্তা নং-০৩, ব্লক-এ (জে), মিরপুর-০৬, ঢাকা গত ২৯/০৭/২০১০ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধান, বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট, সিআরপি, মিরপুর-১৪, ঢাকা বরাবর ডিপেস্নামা ইন মেডিক্যাল টেকনোলজি কোর্সের সকল বিভাগের প্রথম বর্ষের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে রেজিষ্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট ও মার্কশীট ভেরিফিকেশন ফি বাবদ ৫০০ (পাঁচশত) টাকা আদায়ের জন্য রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ কর্তৃক নির্ধারিত ফি আদায়ের নোটিশ ও নিয়মাবলীর কপি

এবং কিসের ভিত্তিতে এই ফি নির্ধারণ করা হয়েছে তার কারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের নামের তালিকা এবং সিদ্ধান্তের কপি পেতে চেয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আবেদনকারী ০৫/০৯/২০১০ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট, সিআরপি, মিরপুর-১৪, ঢাকার নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে ৩১/১০/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ **অফিস প্রধানের** নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়েছে। সংশিস্নষ্ট কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন না করে **অফিস প্রধান** বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার বিষয়টি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী যথাযথ হয়নি। অপরদিকে সংশিস্নষ্ট অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা তথ্য কমিশন অবগত নয়। এ ব্যাপারে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আপীল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট, সিআরপি, মিরপুর-১৪, ঢাকা কে তার কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করার এবং অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশন কে অবহিত করার অনুরোধ জানিয়ে তথ্য কমিশন ০৫/০১/২০১১ তারিখে তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৬৮০(৩) স্মারকমূলে পত্র প্রদান করে।

পববর্তীতে অভিযোগকারী একই অভিযোগ পুনরায় তথ্য কমিশনে দাখিল করলে কমিশন ০৪/০৭/২০১১, ১৯/০৯/২০১১ ও ১৩/১০/২০১১ তারিখের সভায় অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ০৫/০১/২০১১ তারিখের তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৬৮০(৩) স্মারকমূলে প্রেরিত পত্রের জবাব চেয়ে পুনরায় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আপীল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট, সিআরপি, মিরপুর-১৪, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করার এবং অভিযোগকারীকে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

বরাবর আবেদন করার পরামর্শ প্রদান পূর্বক পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৭/১০/২০১১ তারিখে উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আপীল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট, সিআরপি, মিরপুর-১৪, ঢাকা এবং অভিযোগকারী কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ দাখিলকৃত অভিযোগটি যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল না করায় অভিযোগকারীকে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করে এবং প্রতিপক্ষকে তার কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশন কে অবগত করার পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি দিয়ে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৯

অভিযোগকারী ঃ অলকা রানী দাস, গ্রাম-খানপুর, পোঃ-তালা, উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা।	প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর উপজেলা :তালা সাতক্ষীরা

শুনানীর তারিখ ঃ ২২.০৩.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২৫/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট উক্ত অফিস থেকে কি ধরনের নাগরিক সেবা পাওয়া যায় তার কপি চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী গত ০২/০৯/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগ পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের কপি সংযুক্ত নেই। তবে অভিযোগকারীর পূর্ববর্তী ২৪/০৭/২০১০ তারিখের একই বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরাকে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী কোন বাঁধা না থাকায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর হতে কি ধরনের নাগরিক সেবা প্রদান করা হয় তা প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের স্মারক নং তকক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৪৮,তারিখঃ২৭/০৯/২০১০ এর মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং অনুলিপি অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণ করা হয়। যাচিত তথ্য অভিযোগকারী অলকা রানী দাস কে গত ০৩/১১/১০ তারিখে প্রদান করা হয়েছে মর্মে গত ১৪/০৩/২০১১ তারিখে উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা,তালা, সাতক্ষীরা পত্রের অনুলিপি তথ্য কমিশনে প্রেরন করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১০

অভিযোগকারীঃ পলাশ দাস, গ্রাম-খানপুর, পোঃ-তালা, উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ জালাল উদ্দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা-তালা সাতক্ষীরা।

শুনানীর তারিখ ঃ ২২.০৩.২০১১

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

অভিযোগকারী পলাশ দাস, গ্রাম-খানপুর, পোঃ-তালা, উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা। গত ২৫/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে তালা উপজেলার ০৬ নং সদর ইউনিয়নে ”কাবিখা” প্রকল্পের কাজে কি পরিমান বরাদ্দ আসছে সে সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী গত ০২/০৯/২০১০

তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগপত্রের সাথে সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের কপি সংযুক্ত নেই। অভিযোগকারীর পূর্ববর্তী ২৪/০৭/২০১০ তারিখের একই বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরাকে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী কোন বাঁধা না থাকায় ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে তালা উপজেলার ০৬ নং সদর ইউনিয়নে ”কাবিখা” প্রকল্পের কাজে কি পরিমান বরাদ্দ আসছে সে সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের স্মারক নং তকক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৫২, তারিখঃ ২৭/০৯/২০১০ এর মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং অনুলিপি অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণ করা হয়। যাচিত তথ্য অভিযোগকারী পলাশ দাস কে গত ০৫/১০/১০ তারিখে প্রদান করা হয়েছে মর্মে গত ১৪/০৩/১১ তারিখে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরা পত্রের অনুলিপি তথ্য কমিশনে প্রেরণ করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নংঃ ১১

অভিযোগকারী ঃ যুধিষ্ঠীর দাস,
গ্রাম-খানপুর, পোঃ-তালা,
উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সমাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা:তালা
জেলা:সাতক্ষীরা

শুনানীর তারিখ ঃ ২২.০৩.২০১১

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

অভিযোগকারীযুধিষ্ঠীর দাস, গ্রাম-খানপুর, পোঃ-তালা, উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা গত ২৫/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এবং জারীকৃত সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনের

আলোকে কৃষকদের মাঝে যে সকল ‘‘কৃষি কার্ড’’ বিতরন করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী গত ০২/০৯/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগকারীর পূর্ববর্তী ২৪/০৭/২০১০ তারিখের একই বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা কৃষি অফিসার, তালা, সাতক্ষীরাকে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী কোন বাঁধা না থাকায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এবং জারীকৃত সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনের আলোকে কৃষকদের মাঝে যে সকল ‘‘কৃষি কার্ড’’ বিতরন করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের স্মারক নং তকক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৪৯, তারিখঃ ২৭/০৯/২০১০ এর মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে ০৪/১০/২০১০ তারিখের স্মারক নং ৫৬৯/২(২) এর মাধ্যমে অবহিত করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃযেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১২/২০১১

অভিযোগকারী ঃ মোঃ মোসারেফ মাঝি,
আলতা, রায়ের হাট,
বানারীপাড়া,
বরিশাল।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। হরিদাশ শিকারী
উপজেলা কৃষি অফিসার,
বানারীপাড়া, বরিশাল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২। দেবাংশু কুমার সাহা
উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল
ও আপীল কর্তৃপক্ষ
৩। মোঃ শাহ আলম
অতিরিক্ত পরিচালক,
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল
৪। পরিচালক, সরেজমিন উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

শুনানীর তারিখ ঃ ১৭.০৪.১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী সরকারের কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং কৃষকদের স্বার্থে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী ৩১/০৫/২০১০ তারিখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে

কৃষি বিভাগের তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা কৃষি অফিসার ০৫/০৭/২০১০ তারিখে উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশালের নিকট নির্দেশনা চেয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। অভিযোগকারী নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে ১৩/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপড়্গ উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ, বরিশালের নিকট আপীল করেন। অভিযোগকারী আপীল করেও কোন সুফল না পেয়ে গত ০৩/০৯/২০১০ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার, বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনে গত ২২/০৩/২০১১ তারিখে আবেদনকারী ও ১ নং অভিযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে উপস্থিত উপজেলা কৃষি অফিসার হরিদাশ শিকারী জানান যে, আবেদনকারীর কাঙ্ড়্গিত তথ্য প্রদান করা যাবে কিনা সে বিষয়ে তিনি নির্দেশনা চেয়ে উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশালের নিকট পত্র প্রদান করলে তিনি তা অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশালের নিকট প্রেরণ করেন। অতিরিক্ত পরিচালক উক্ত বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ, ঢাকার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। মহপরিচালক সরকারী গোপনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ দেয়ার কোন সুযোগ নেই মর্মে মতামত প্রদান করেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে তিনি যাচিত তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। তবে যাচিত সকল তথ্য তার দপ্তরে সংরক্ষিত আছে মর্মে তথ্য কমিশনের প্রশ্নের জবাবে কমিশনকে অবহিত করেন। তৎপ্রেড়্গিতে গত ২২/০৩/২০১১ তারিখে শুনানীকালে প্রার্থীত তথ্য গোপনীয় নয় বিধায় আগামী ১০-০৪-২০১১ তারিখের মধ্যে আবেদনকারীকে তা সরবরাহপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার, বানারীপাড়াকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান লংঘন করে বিভ্রান্িত্মকর নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে অধিকতর শুনানীর জন্য উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল এবং মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকাকে কমিশনে উপস্থিত থেকে জবাব দাখিল করার নিমিত্ত সমন দেওয়ার সিদ্ধান্ত্ম গ্রহণ করা হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সংশিস্নষ্ট সকলকে বিষয়টি জানিয়ে সমন দেয়া হয়।

অদ্যকার শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন এবং আরো কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। অন্যদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তাগণ জানান যে, তাঁরা কাঙ্ক্ষিত তথ্য ৫৪৪ পৃষ্ঠা ইতোমধ্যে বিনামূল্যে আবেদনকারীকে সরবরাহ করেছেন। আইনটি সম্পর্কে ভালভাবে না জানার জন্য তাঁরা আবেদনের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি এবং তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। এখন তাঁরা আইনটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তাঁরা ইতোমধ্যে যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ আবেদনকারীকে ৫৪৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে বের হয়ে আসার কারণে অভিযুক্ত কর্মকর্তাগণকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তবে বিনামূল্যে তথ্য সরবরাহ করা সঠিক হয়নি মর্মে কমিশন মন্তব্য করেন। কারণ ইতোমধ্যে তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও সতর্ক থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে আরো কোন তথ্য অভিযোগকারীর প্রয়োজন হলে তিনি নতুন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে পারবেন মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১৩/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ ইমদাদুল
গ্রাম- খড়িয়া,
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং,
জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ও
কানুনগো উপজেলা ভূমি অফিস
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

অভিযোগকারী গত ১৬/০৫/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধার ৮ (১) অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর কুমারভোগ ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের খাস জমির পরিমাণ কত তার একটি তালিকা চেয়ে আবেদন করেন। অভিযোগকারী RTI Act এর নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে

গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেন। কিন্তু এই আইন অনুসারে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উলেস্নখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর ১ নং ওয়ার্ডের খাস জমির পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চেয়ে ১৬/০৫/২০১০ তারিখে আবেদন করে তথ্য প্রাপ্ত হননি। তিনি তথ্য না পেয়ে গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেছেন। ২০/১২/২০১০ তারিখে উপজেলা ভূমি অফিস লৌহজং হতে আমার প্রতিবেশী সউদ খান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং আমাকে বুঝিয়ে দেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কানুনগো উপজেলা ভূমি অফিস, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, আবেদনকারীর সাথে যোগাযোগ না করতে পারায় আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি। তবে ২০/১২/২০১০ ইং তারিখে আবেদনকারীর পক্ষে জনাব সউদ খানকে আবেদনকৃত তথ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনীতভাবে উপরোক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী তার আবেদনপত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তবে কমিশন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির

আবেদনে তথ্য গ্রহণকারীর নাম উলেস্নখ না থাকলে আবেদনকারীর চাহিত তথ্য তার প্রতিনিধির কাছে দেওয়াটা আইন সিদ্ধ নয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সে মর্মে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তথ্য কমিশন সর্তক করে তাকে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আরও বলেন যে, নিজেদেরকে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং তার কার্যালয়ের সামনে নোটিশ বোর্ডে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র করার নিয়ামাবলী ও কাঠামো প্রদর্শন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১৪/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান

গ্রাম- খড়িয়া

ইউনিয়ন- কুমারভোগ

উপজেলা- লৌহজং,

জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মাহবুবুর রহমান

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার

লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৫.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ। কুমারভোগ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বয়স্কভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা চেয়ে ১৫/০৩/২০১০ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লৌহজং, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ বরাবর আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের

মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন যা তারা গ্রহণ করেনি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ০৬/০২/২০১১ তারিখে ও পরে ১৫/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি প্রাক্তন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার নিকট কুমারভোগ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বয়স্কভাতা প্রাপ্তদের তালিকা চেয়ে আবেদন করে কোন তথ্য পাননি। তিনি তথ্য না পেয়ে গত ০৭.০৭.২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে বর্তমান সমাজসেবা অফিসার যোগদান করার পর থেকে বর্তমানে আবেদনকৃত তথ্য প্রাপ্ত হচ্ছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব মাহবুবুর রহমান উপজেলা সমাজকল্যাণ অফিসার তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, ০৩.১০.২০১০ তারিখে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং জানতে পারেন যে, লিখিতরূপে তথ্য চেয়ে কোন আবেদন করা হয়নি। এ পর্যায়ে অভিযোগকারী তার আবেদন সমাজসেবা অফিসে গ্রহণের প্রমাণ পত্র উপস্থাপন করলে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তার অফিস কর্তৃক আবেদন গ্রহণের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন যে, আবেদনটি প্রাক্তন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপিত হলেও তিনি এ বিষয়ে জানতেন না। তবে এখন যে সকল তথ্য চাওয়া হচ্ছে তা দেয়া হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী অদ্যাবধি তার যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হননি । কাজেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৪ ও ৭ ধারার বিধান পর্যালচনায় চাহিত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রদানযোগ্য বিবেচনায় দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য আগামী

২২.০২.২০১১ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার নির্দেশসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করে আগামী ২৩.০২.২০১১ তারিখের মধ্যে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হোক।

স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১৫/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।	প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মাহবুবুর রহমান উপজেলা সমাজসেবা অফিসার লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৫.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ। অভিযোগকারী উপজেলায় সেফটি নেট কর্মসূচীর আওতায় কতজনকে ও কিভাবে সুবিধা প্রদান করা হবে তার তথ্য প্রাপ্তির জন্য উপজেলা সমাজসেবা অফিসার লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর গত ১৬/০৪/২০১০ তারিখে আবেদন দাখিল করেন। তথ্য

অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। কিন্তু নির্ধারিত ১৫ দিন সময়ের মধ্যে কোন উত্তর প্রাপ্ত হননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ০৬/০২/২০১১ তারিখে ও পরে ১৫/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তনি চাহিত তথ্য পাননি। তিনি বেদে সম্প্রদায়ের লোক "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পে বেদে সম্প্রদায়ের ১৮টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবেদনকৃত তথ্য বেদে সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন।

অতপরঃ প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব মাহবুবুর রহমান, উপজেলা সমাজকল্যাণ অফিসার তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, তিনি ০৩.১০.২০১০ ইং তারিখে বর্তমান কর্মস্থলে যোগদান করেন। এ কারণে তিনি আগের ফাইলএ রক্ষিত আবেদনপত্রসমূহ দেখতে পারেননি। বর্তমানে আবেদনকারী অফিসে আসলে আবেদনকৃত তথ্য প্রদান করা হবে ।

এ পর্যায়ে তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কেন আবেদনকারীর আবেদনকৃত তথ্য প্রদান করা হয় নি তার কারণ তার সহকর্মীদের কাছে লিখিতভাবে দর্শাতে বলেন। প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন যে, তথ্য সরবরাহকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সাধারণত: সুবিধাবঞ্চিত হবার কারণে অথবা অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে তথ্য সরবরাহ করার ব্যাপারে উৎসাহী হয় না। দায়িত্ব অবহেলার কারণে যদি তথ্য প্রদান করা না হয়ে থাকে তাহলে আইনের চোখে এটি একটি গুরম্নতর অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। অন্যদিকে তথ্য কমিশন থেকে অভিযোগকারীকে তথ্যের মূল্য পরিশোধ করতেও বলা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী অদ্যাবধি তার যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হননি। কাজেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৪ ও ৭ ধারার বিধান পর্যালোচনায় যাচিত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রদানযোগ্য বিবেচনায় দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য আগামী ২২.০২.২০১১ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার নির্দেশসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয় এবং পূর্বে তথ্য না দেয়ার কারণে গৃহীত পদক্ষেপসহ চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা তা ২৩.০২.২০১১ তারিখের মধ্যে তথ্য কমিশনকে জানানোর জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১৬/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান গ্রাম- খড়িয়া ইউনিয়ন- কুমারভোগ উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।	প্রতিপক্ষ ঃ ১. ডাঃ মোঃ আব্দুল মালেক মৃধা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ। ২. ডাঃ মোঃ শাহজাহান সিভিল সার্জন মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স থেকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত সরকারী নিয়মাবলীর কপি এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটি হাসপাতালে সপ্তাহে কতদিন স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় ও সেবা প্রদানের সময়সূচীর কপি চেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবরে গত ২৯.০৩.২০১০ তারিখে আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন তথ্য না পাওয়ায় সিভিল সার্জন, মুন্সিগঞ্জ বরাবরে আপীল আবেদন দাখিল করেন। আপীলেও কোন তথ্য না পাওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনে ১৫/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য্য থাকায় উক্ত তারিখে শুনানীর জন্য অভিযোগকারী উপস্থিত থাকলেও প্রতিপক্ষ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ উপস্থিত না হয়ে তার পক্ষে পরিসংখ্যানবিদকে শুনানীতে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়ায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এবং সিভিল সার্জন, মুন্সিগঞ্জ জড়িত থাকায় পরবর্তী তারিখে তাদের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করার নিমিত্ত পরবর্তী তারিখে সংশিস্নষ্ট সকলকে যথারীতি সমন দেয়া হয়। তদানুযায়ী ২৩.০২.২০১১ তারিখ উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করলে তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত আব্দুল মালেক মৃধা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তার বক্তব্য উপস্থাপনের সময় প্রথমেই আবেদনকারীকে আবেদনকৃত তথ্য না দিবার কারণে তার ভুল স্বীকার করেন। তিনি উল্েস্নখ করেন যে, আবেদনকারী যখন আবেদন করেন সে সময়ে তিনি কালীগঞ্জে দায়িত্বরত ছিলেন। ০৮/০৮/২০১০ ইং তারিখে বর্তমান কর্মস্থলে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। যেহেতু আবেদনপত্রে উলিস্নখিত তথ্যসমূহ পরিসংখ্যান অফিসারের নিকট সংরক্ষিত থাকে, সে কারণে বিগত শুনানীর তারিখে তাকে তথ্য কমিশনে পাঠানো হয়েছিল। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যেহেতু একটি নতুন আইন সেহেতু আইনটি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়নি ।

প্রতিপক্ষে উপস্থিত, ডাঃ মোঃ শাহজাহান সিভিল সার্জন, , মুন্সিগঞ্জ তার বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বলেন যে, আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পূর্ববতী সিভিল সার্জন

নির্দেশে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করেননি। যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল তিনি বদলি হবার কারণে তথ্য প্রদানে ব্যাঘাত ঘটে। তিনি আরও বলেন যে, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত সরকারী নিয়মাবলী লিখিতভাবে সংরক্ষিত, নেই। তবে দীর্ঘ দিন যাবত একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

শুনানীকালে তথ্য কমিশন পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন অভিযোগকারীর চাহিদামত তথ্য সরবরাহ করেননি তা জানতে চান এবং কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য নির্দেশনা দেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সতর্ক করে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্থলে তার প্রতিনিধি তথ্য কমিশনে শুনানীতে উপস্থিত হওয়াটা আইন সিদ্ধ নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, যাচিত তথ্য অদ্যাবধি আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়নি। কাজেই কমিশন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত সরকারী নিয়মাবলী/অনুসারিত পদ্ধতি লিখিতভাবে আবেদনকারীকে ২৪.০২.২০১১ কার্যদিবস শেষ হবার আগে প্রদান করার নির্দেশ দেন। অতঃপর অভিযুক্ত কর্মকর্তাদ্বয়কে উপযুক্ত নির্দেশ প্রতিপালন সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১৭/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।	প্রতিপক্ষ ঃ জনাব কে.এম.আসাদুজ্জামান ব্যবস্থাপক সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ, গত ১৯.০৪.২০১০ তারিখে ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর নাগরিকদের হিসাব খোলা ও

পরিচালনার নিয়মাবলী ও নির্দেশনাবলীর কপি চেয়ে আবেদন দাখিল করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ১৮/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উলেস্নখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারি সাধারন ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান তথা ব্যবস্থাপক সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এর নিকট নাগরিকদের হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলী ও নির্দেশনাবলীর কপি চেয়ে গত ১৯/০৪/২০১০ তারিখ আবেদন দাখিল করে তথ্য পাননি।তিনি তথ্য না পেয়ে গত ১৮.০৭.২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগকারী তার বক্তব্যে আরও উলেস্নখ করেন যে, উপরিউক্ত বিষয়ে তথ্য চাইলে তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এর প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর একটি কপি প্রদর্শন করেন এবং এ আইনের আওতায় তথ্য প্রদান করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। তবে বর্তমান ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা গত ২৮/০৯/২০১০

তারিখে যোগদান করেন এবং অত্র অভিযোগের বিষয়ে প্রদত্ত সমন জারীর পর গত ২২.০২.২০১১ তারিখে চাহিত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব কে, এম, আসাদুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, তিনি গত ২৮/০৯/২০১০ তারিখ থেকে সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখায় দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক তথ্যাবলী সরবরাহ করেন। এছাড়াও তিনি ভবিষ্যতে তার নিকট উপস্থাপিত যে কোন আবেদনপত্র অনুযায়ী তথ্য প্রদান করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তিনি এ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন জানান।

শুনানীকালে তথ্য কমিশন জানতে চান যে, পুর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন অভিযোগকারীর চাহিদামত তথ্য সরবরাহ করেননি এবং বর্তমান কর্মকর্তা পূর্ববর্তী কর্মকর্তার নিকট এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন কি/না। কমিশন আরো বলেন যে, পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাগরিক দায়বদ্ধতা থেকেই তার তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন ছিল। তিনি তা না করায় তাকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানানোর জন্য বর্তমান ব্যবস্থাপককে বলা হয় এবং তথ্য কমিশনের নিকট অনুলিপি প্রেরণেরও নির্দেশ প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে অভিযোগকারীর নিকট কমিশন জানতে চান যে, প্রাপ্ত তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট কিনা। অভিযোগকারী যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে বিষয়টি এখানেই নিস্পত্তি করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। অন্যথায় পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কমিশনে উপস্থিত করে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী বিষয়টি নিস্পত্তি করা হয়েছে বলে গণ্য করার আবেদন জানান। এ পর্যায়ে কমিশন অভিযোগকারী যে তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন সে বিষয়ে লিখিত স্বীকারোক্তি তথ্য কমিশনে দাখিল করার নির্দেশ দেন। কমিশন অভিযোগকারীকে এই মর্মে সতর্ক করেন যে, তিনি আনুমানিক ১৫ দিন পূর্বে তথ্য প্রাপ্ত হলেও এ বিষয়ে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেননি। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কর্ম বিরতি দিয়ে তথ্য কমিশনে উপস্থিত হতে হয়েছে এবং এতে তার কর্মস্থলের অনেক সেবাপ্রত্যাশী ব্যক্তি তার সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী তার আবেদনপত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বিলম্বে হলেও তথ্য প্রদান করেছেন। কাজেই অভিযোগটি শুনানীঅন্তে নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক ব্যবস্থাপককে দায়িত্বপালনে আরও সচেতন হবার পরামর্শ দেয়া হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১৮/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ উপজেলা- লৌহজং জেলা- মুন্সিগঞ্জ।	প্রতিপক্ষ ঃ কাজী হাবীবুর রহমান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, লৌহজং মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ, কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড বিতরণের নিয়মাবলী ও নির্দেশাবলীর কপি এবং কৃষি কার্ড এর সংখ্যা ও কতজন কৃষককে এই সুবিধা প্রদান করা হবে তার তালিকা চেয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর আবেদন করেন। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত

০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য পাননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উলিস্নখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, উলিস্নখিত অভিযোগের শুনানীর জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন জারি হবার পর আবেদনকৃত তথ্য তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত কাজী হাবীবুর রহমান, জেলা কৃষি কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য জনবলের সল্পতা রয়েছে। যার ফলে তাঁকে অনেক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলশ্রম্নতিতে যাচিত তথ্য প্রদানে বিলম্ব ঘটে। এছাড়া তিনি আরও বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি নতুন আইন ফলে এর আওতায় তাঁর কি কি দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে তিনি পুরোপুরি অবগত নন। তবে ভবিষ্যতে তাঁর নিকট কোন তথ্য জানার জন্য আবেদনপত্র নিয়ে কেউ উপস্থিত হলে আইন অনুযায়ী তিনি প্রদান করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনীতভাবে উপরোক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রার্থনা জানান।

শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী তার আবেদনপত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তথ্য কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তার কাছে জানতে চান উপজেলা কৃষি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তাদের ফোন নম্বরসহ কোন তালিকা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত আছে কিনা। কমিশন পরামর্শ প্রদান করেন যে, সরকারি কর্মকর্তাদের কাজ হচ্ছে জনগণকে সহায়তা

করা । কমিশন জানতে চান অফিসের সামনে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন করা হয়েছে কিনা। কমিশন আরও বলেন যে, সরকারী কর্মকর্তাদের কর্মক্ষেত্রে আরও গতিশীল হতে হবে। কমিশন কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, তিনি তার বর্তমান কর্মস্থলে কতদিন যাবত কর্মরত আছেন এবং কত তারিখে আবেদনপত্রটি পেয়েছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কাছে জানতে চান কেন তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বইটি অভিযোগকারী প্রদর্শন করার পর উক্ত আইনটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন- ভবিষ্যতে এ ধরনের গাফিলতি কমিশন মেনে নেবেন না ।

সিদ্ধান্ত : যেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ কাজী হাবীবুর রহমান, জেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ১৯/২০১১

অভিযোগকারী ঃ মোঃ সউদ খান
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং,
জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ কাজী হাবীবুর রহমান
উপজেলা কৃষি অফিসার
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ। লৌহজং উপজেলায় কতগুলি কৃষি কার্ড বিতরণ করা হবে তার মোট সংখ্যা এবং কতজন বেদে সম্প্রদায়কে এই সুবিধা দেওয়া হবে তার তালিকা পাওয়ার জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লৌজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ৯ (১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য পাননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারি সাধারন ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, বেদে সম্প্রদায়ের ১০,০০০ (দশ হাজার) লোক এবং লৌহজং উপজেলায় মোট ১,৫০,০০০ (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লোক বসবাসরত রয়েছেন। বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র অভিযোগকারী কৃষি কার্ড প্রাপ্ত হয়েছেন। বেদে সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে লৌহজং উপজেলায় কতগুলি কৃষি কার্ড বিতরণ করা হবে তার মোট সংখ্যা এবং কতজন বেদে সম্প্রদায়কে এই সুবিধা দেওয়া হবে তার তালিকা চেয়ে গত ২৯.০৩.২০১০ তারিখে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য না পেয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অত্র অভিযোগের প্রেক্ষিতে সমন জারীর পর গত ১৮.০২. ২০১১ ইং তারিখে আবেদনকৃত তথ্য তিনি প্রাপ্ত হন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত, কাজী হাবীবুর রহমান উপজেলা কৃষি অফিসার, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, অফিসের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত্ম থাকায় আবেদনকারীকে সময়মত চাহিত তথ্য দিতে সক্ষম হননি। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এবং আবেদনকারী তথ্য কমিশন হতে প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বইটি প্রদর্শন করার পর এ সম্পর্কে অবগত হন এবং তথ্য প্রদান করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন যে, বিধি অনুযায়ী তিনি চাহিত তথ্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনীতভাবে উপরোক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ কাজী হাবীবুর রহমান, জেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ২০/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন
কানুনগো উপজেলা ভূমি অফিস
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী কুমার ভোগ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের খাস জমির পরিমাণ কত তার তালিকা চেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর ১৯/০৪/২০১০ তারিখে আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। কিন্তু নির্ধারিত ১৫ দিন সময়ের মধ্যে কোন উত্তর প্রাপ্ত হননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উলিস্নখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বেদে সম্প্রদায়ে একমাত্র তিনি ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে, ভূমি অফিসার বরাবর ১ নং ওয়ার্ডের খাস জমির পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চেয়ে ১৯/০৪/২০১০ তারিখে আবেদন করে তথ্য প্রাপ্ত হননি। তিনি তথ্য না পেয়ে গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে আবেদনকারী বর্তমানে আবেদনকৃত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে, প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, কানুনগো উপজেলা ভূমি অফিস, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, আবেদনকৃত তথ্য বর্তমানে আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনীতভাবে উপরোক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি কামনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী তার আবেদনপত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। কাজেই অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ২১/২০১১

অভিযোগকারী ঃ আঃ হাদী, গ্রাম- গোয়ালীমান্দ্রা
অফিসার ইউনিয়ন- হলদিয়া
উপজেলা- লৌহজং
জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ ১. ডাঃ মোঃ আব্দুল মালেক মৃধা
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা কর্মকর্তা
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

২. ডাঃ মোঃ শাহজাহান
সিভিল সার্জন, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ১৯/০৪/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

(ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স থেকে রোগীদের বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ঔষুধ পাওয়ার সরকারী নিয়মাবলীর কপি।

(খ) ইউনিয়ন ভিত্তিক কম্যুনিটি হাসপাতাল/FWC তে ডাক্তার/স্বাস্থ্য সহকারী সপ্তাহে কতদিন সেবা দেন এবং সেবা

প্রদানের সময়সূচীর কপি।

অভিযোগকারী RTI Act 2009 অনুসারে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোন তথ্য না পাওয়ায় গত ০৫/০৭/১০ তারিখে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল করেন। আপীল করেও নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় অভিযোগকারী গত ২৭/০৯/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তবে তথ্য কমিশন থেকে সমন দেয়ার পর তাকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত্ম ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী বিলম্বে হলেও যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন । কাজেই অভিযুক্ত কর্মকর্তাদ্বয়কে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ২২/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব আঃ হাদী
গ্রাম- গোয়ালী মান্ত্রা
ইউনিয়ন- হলদিয়া
উপজেলা- লৌহজং,
জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মাহবুবুল
আলম উপজেলা সমাজসেবা
অফিসার
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী আঃ হাদী, গ্রাম- গোয়ালী মান্ত্রা, ইউনিয়ন- হলদিয়া, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ,গত ১৬/০৫/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর লৌহজং উপজেলায় সেফটি নেট কর্মসূচীর

আওতায় কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং কোন কার্যক্রমের আওতায় কতজনকে কি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে সে সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি গত ২৭/০৯/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উলিস্নখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি গৃহস্থালী কাজ করেন এবং পড়ালেখা অল্প জানেন । তিনি তার প্রতিবেশী সউদ খান এর সাথে পরামর্শ করে আবেদনকৃত তথ্য সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি আবেদনকৃত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব জনাব মাহবুবুল আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, অভিযোগকারী সেফটিনেট কর্মসূচীর আওতায় কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, কতজনকে কিভাবে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে এই বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য গত ১৬/০৫/২০১০ তারিখে আবেদন করেছিলেন। তিনি গত ০৩/১০/২০১০ তারিখে লৌহজং উপজেলায় সমাজসেবা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত হন বিধায় অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য সম্পর্কে পূবে অবগত ছিলেন না, যার ফলে তথ্য প্রদানে বিলম্ব ঘটে।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী বিলম্বে হলেও যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন । কাজেই অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মাহবুবুল আলমকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮

অভিযোগ নং ঃ ২৩/২০১১

অভিযোগকারী ঃ উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা),
রাস্তা নং-০৩,
বস্নক-এ (জে), মিরপুর-৬,
ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ আবদুর রহমান
প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা,
(দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন,
ঢাকা।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ০৯/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলিস্থান, ঢাকা বরাবর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যে সকল যাত্রী ছাউনী রয়েছে সেগুলোর কর্তৃপক্ষ কে, তার নাম ও ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্যের কপি, যদি এ সকল যাত্রী ছাউনির কর্তৃপক্ষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হয়ে থাকে তাহলে এগুলো তৈরীর

উদ্দেশ্য ও ব্যবহারের নিয়ম সংক্রান্ত্ম তথ্যের কপি, যদি এ সকল যাত্রী ছাউনীর কর্তৃপক্ষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হয়ে থাকে তাহলে কোন নিয়মের ভিত্তিতে/সিদ্ধান্ত্মের ভিত্তিতে এ সকল যাত্রী ছাউনী দোকানদারদের ভাড়া প্রদান করা হয়েছে তার তথ্যের কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয়।

শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্য তুলে ধরেন। জবাবে প্রাতিপক্ষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান যে, তিনি আবেদনকারীর নিকট থেকে ডাকযোগে বা অন্য কোন মাধ্যমে তথ্য প্রদানের জন্য কোন আবেদন পাননি বিধায় তথ্য প্রদান করতে পারেননি। তবে এখন জানার পর তিনি আবেদনকারীকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রদান করতে সম্মত আছেন। তবে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে দিতে হবে বিধায় তিনি কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধান্ত্ম ঃশুনানী শেষে আগামী ৫ (পাচ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রদানের জন্য সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮

অভিযোগ নং ঃ ২৪/২০১১

অভিযোগকারী ঃ উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা),
রাস্তা নং-০৩,
বস্নক-এ (জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ আবদুর রহমান
জনসংযোগ কর্মকর্তা,
(দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ২৯/০৭/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলিস্থান, ঢাকা বরাবর ঢাকা শহরের ড্রেন (জলাবদ্ধতা) কত দিন পরপর পরিস্কার করা হয় তার নিয়মাবলীর কপি এবং বনানী এ-বস্নকের ২৫-নং রাস্তার পাশে যে ড্রেন রয়েছে তা পরিস্কারের দায়িত্ব কার এবং ড্রেনে অনেক দিন ধরে জলাবদ্ধতার সমস্যা থাকলেও নিয়মিত পরিস্কার করা হয় না কেন তার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের কপি চেয়ে আবেদন

করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয়।

শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্য তুলে ধরেন। জবাবে প্রতিপক্ষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকতা জানান যে, তিনি আবেদনকারীর নিকট থেকে ডাকযোগে বা অন্য কোন মাধ্যমে তথ্য প্রদানের জন্য কোন আবেদন পাননি বিধায় তথ্য প্রদান করতে পারেননি। তবে এখন জানার পর তিনি আবেদনকারীকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রদান করতে ইচ্ছুক আছেন। তবে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে দিতে হবে বিধায় তিনি কয়েকদিন সময় প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃশুনানী শেষে আগামী ৫ (পাচ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রদানের জন্য সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ২৫/২০১১

অভিযোগকারী ঃ উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা),
রাস্তা নং-০৩,
বস্নক-এ (জে), মিরপুর-৬,
ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নির্বাহী কর্মকর্তা
পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

শুনানীর তারিখ ঃ ০৬.০৬.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ৫/১১/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি বরাবর ২০১০-১১ অর্থ বছরে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক কি কি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তার তালিকা এবং কার্যক্রম ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ এবং এলাকার দরিদ্র জনগণের অংশীদারিত্বমূলক বা সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত কোন কার্যক্রমে অনুদান সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত থাকলে কখন, কোথায় এবং কিভাবে প্রদান করা হবে এর নিয়মাবলীর কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায়

আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয় ।

প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত থাকায় অভিযোগের ওপর শুনানী গ্রহণ সম্ভব হয়নি বিধায় পরবর্তী ১৮-০৫-২০১১ তারিখ শুনানীর জন্য পুনঃনির্ধারণ করা হয় এবং সংশিস্নষ্ট সকলকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করা হয়।

কমিশন আদেশ প্রদান করেন এই মর্মে যে, অভিযোগকারীর আবেদনকৃত ২ নং তথ্যের অভিযোগে কি ধরনের অমিল রয়েছে বা কোন কোন তথ্য প্রাপ্ত হননি তা আগামী ২৩/৫/১১ ইং তারিখের মধ্যে তথ্য কমিশনে দাখিল করার জন্য। পরবর্তী তারিখ ০৬.০৬.২০১১।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রতিপক্ষ উপস্থিত মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার তার বক্তব্যে বলেন, অভিযোগকারী গত ০৫.০৯.২০১০ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির যে আবেদন করেছিলেন তা চেয়ারম্যান মহোদয় প্রাপ্ত হন এবং তিনি তা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ১৫.০৯.২০১০ তারিক ডাক ফাইলে প্রেরণ করলে তিনি ছুটিতে থাকার কারণে সহকারীর কাছে আবেদনটি রয়ে যায়। সহকারী তথ্যের আবেদনটি উপস্থাপন না করায় তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও আবেদনটির কথা বিলম্বে জানতে পারেন। আবেদনকারী যে তথ্যাটি চেয়েছেন “এলাকার দরিদ্রজনগণের অংশীদারিত্বমূলক বা সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত কোন কার্যক্রমে অনুদান সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত থাকলে কখন, কোথায় এবং কিভাবে প্রদান করা হবে এর নিয়মাবলী” তা আজ স্পষ্টিকরন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরোও বলেন, ২০১০-১১ অর্থ বছরে যে অর্থ সরকার হতে বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে আবেদনকৃত ২য় তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অর্থ বরাদ্দের কথা উলেস্নখ নেই। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন থাকলেও এর প্রবিধানমালা এখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু গত ৩০ মে, ২০১১ ইং

তারিখে স্মারক নং ২৯.২৩৬.০১৬.১৬.৬৬.০১৩.২০১১-৭৯৫ এর মাধ্যমে অভিযোগকারীর পুনঃঅভিযোগে যাচিত তথ্যের জবাব তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। জবাবে উলেস্নখ আছে, "এ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক এলাকায় দরিদ্র জনগণের অংশীদারিত্বমূলক বা সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত কোন কার্যক্রম অনুমোদিত হয়নি বিধায় অনুদান সহায়তা প্রদান করার কোন সিদ্ধান্ত্ম নেই এবং অনুদান প্রদান সংক্রান্ত্ম কোন নিয়মাবলীর কপি নেই। সাধারণত বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুসারে পরিষদের মাসিক অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত্ম মোতাবেক এলাকার দরিদ্র জনগণের অংশীদারিত্বমূলক বা সমবায় ভিত্তিক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা সমিতিকে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত্ম ঃ আবেদনকারী যেহেতু তার আবেদনকৃত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন সেহেতু কমিশন থেকে অভিযোগটিকে নিস্পত্তিকৃত বলে গণ্য করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ২৬/২০১১

অভিযোগকারী ঃ উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা),
রাস্তা নং-০৩, বস্নক-এ (জে), মিরপুর-৬,
ঢাকা-১২১৬

প্রতিপক্ষ ঃ ডা. ফরিদ আহমেদ
পরিচালক (প্রশাসন)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,
মহাখালী, ঢাকা

শুনানীর তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ০৫/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবর সরকারী ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার কোন নীতিমালা থাকলে তার কপি এবং প্রাইভেট হাসপাতাল পরিচালনার সরকারী নীতিমালার কপি

চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয় ।

শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী শপথ পূর্বক বলেন যে তিনি সরকারী ডাক্তারদের প্রাকটিস করার নীতিমালা ও প্রাইভেট প্রাকটিস করার নীতিমালার চেয়ে আবেদন ও আপীল দাখিল করলেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।জবাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব ডা. ফরিদ আহমেদ পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, আবেদনকারীর নিকট হতে ডাকযোগে বা অন্য কোন মাধ্যমে তথ্য চেয়ে কোন আবেদন তাঁর দপ্তরে পাওয়া যায়নি বিধায় তিনি কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রদান করতে পারেননি। আবেদনকারীর কাঙ্ক্ষিত নীতিমালাটি তিনি সাথে করে এনেছেন এবং এখনই সরবরাহ করতে পারবেন। এছাড়া উক্ত নীতিমালাটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটেও প্রদর্শন করা আছে। আবেদনকারী নীতিমালাটি গ্রহণ করেন এবং সংশিস্নষ্ট অতিরিক্ত কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন মর্মে জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশন রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত পত্র অফিসে না পাবার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামী ৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীর কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**

তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ২৭/২০১১

অভিযোগকারী ঃ উৎপল কান্তি খীসা,	প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আলী আহমেদ,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা),	উপসচিব (প্রশাসন-১) ও
রাস্তা নং-০৩, বস্নক-এ (জে), মিরপুর-৬,	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মন্ত্রী,
	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়,
ঢাকা-১২১৬।	বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

গত ০৫/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মন্ত্রী, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে 'উপজাতি'-দের কোটা

সংরক্ষণ সংক্রান্ত সর্বশেষ নীতিমালার কপি এবং এই কোটা বাস্তবায়নে সরকারীভাবে কোন মনিটর করা হয় কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তা কিভাবে করা হয় উক্ত নীতিমালার কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয় ।

শুনানীকালে অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার অভিযোগপত্রের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেন। অভিযোগকারীর বক্তব্য শোনার পর প্রতিপড়্গা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আলী আহমেদ, উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, অভিযোগকারীর কোন আবেদন তিনি ডাকযোগে, ই-মেইলে বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত হননি বিধায় কাঙ্ড়্গিত তথ্য প্রদান করতে পারেননি। তবে কাঙ্ড়্গিত তথ্য তাঁর নিকট সংরড়্গিত আছে এবং আবেদনকারীকে তিনি তা দিতে পারবেন মর্মে জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মন্ত্রী এক ব্যক্তি নন এবং এভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা যথাযথ নয়। আবেদনকারীর আবেদন যথাযথ প্রক্রিয়ায় করা হয়নি বিধায় আবেদনকারীকে পুনরায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ২৮/২০১১

অভিযোগকারী ঃ মোঃ আব্দুল হাকিম (বনরমী), গ্রাম ঃ বলিয়ার কাঠি, পোঃ-চাখার, উপজেলা- বানারীপাড়া, জেলা- বরিশাল।	প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ফরিদ আহম্মেদ ভুঁইয়া রেঞ্জ কর্মকর্তা, সদর রেঞ্জ, ভোলা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন উৎপাদন বিভাগ, ভোলা

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযাগকারী গত ১৮/০৮/২০১০ খ্রিঃ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর তার বিরম্নদ্ধে চট্রগ্রাম উপকূলীয় বন উৎপাদন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক ৩০/১০/১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখে যে আদেশ প্রদান করেন তার বিরম্নদ্ধে সচিব, বন মন্ত্রণালয় এর নিকট প্রতিকার চেয়ে যে আবেদন করেন তার আদেশ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আবেদনকারী গত ১৯/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেছেন।

অদ্য শুনানীর তারিখে অভিযোগকারী অনুপস্থিত থাকায় একতরফা শুনানী দেয়া হয়। প্রতিপড়্গে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ভোলা অঞ্চলের প্রতিনিধি শুনানীতে উপস্থিত হয়ে জানান যে, কাঙ্ড়্গিত তথ্য ইতোমধ্যে আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কাঙ্ড়্গিত তথ্য সরবরাহ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার লড়্গ্যে পুনরায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়ে অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ২৯/২০১১

অভিযোগকারী ঃ এডভোকেট মোঃ সালাহ উদ্দিন বিশ্বাস,
আইন সহায়তা কেন্দ্র,
২য় তলা, থানা রোড, গোদাগাড়ী,
রাজশাহী

প্রতিপক্ষ ঃ ১। মোঃ সিরাজুম মুনীর
সচিব,
গোদাগাড়ী পৌরসভা
ও
দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
২। মুহাম্মদ আমিনুল
ইসলাম
মেয়র
গোদাগাড়ী পৌরসভা
ও
আপীল কর্তৃপড়্গ।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮.০৪.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

আবেদনকারী গত ২৩/০১/১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব, গোদাগাড়ী পৌরসভা, রাজশাহী বরাবর আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্তিতে বর্ণিত আয়-ব্যয়ের হিসাব (১৩/০৫/২০০৪ থেকে ২৩/০১/১১ তারিখ পর্যন্ত) ও প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে উন্নয়ন কর্মকা- সম্পাদিত হয়েছে কিনা এই তথ্যসহ আরো ০৩ টি বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ২৭/০১/১১ খ্রিঃ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে ৩০/০১/১১ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগ করেছেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটি আমলে নিয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে সমন দেয়ার আদেশ প্রদান করায় তাদেরকে সমন দেয়া হয় ।

শুনানীকালে অভিযোগকারী শপথপূর্বক অভিযোগের বিষয়ে একইরূপ বক্তব্য পেশ করে জানান যে, তিনি ইতোমধ্যে যাচিত তথ্যাদি প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রতিপড়্গ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপলী কর্তৃপড়্গ মেয়র, গোদাগাড়ী পৌরসভা উপস্থিত হয়ে জানান যে, ইতোমধ্যে কাঙ্ক্ষিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রতিপড়্গ কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়। তবে ভবিষ্যতে আইনের বিধান মতে যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করার বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য প্রতিপড়্গকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮

অভিযোগ নং ঃ ৩০/২০১১

অভিযোগকারী ঃ নাসিম আহমেদ,
বাড়ী নং-৮, ফ্ল্যাট-বি,
রোড নং-১৯, নিকুঞ্জ-২,
ঢাকা-১২২৯

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ ফজলুল করিম,
প্রকল্প কর্মকর্তা ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক
শিক্ষা অধিদপ্তর,
শিক্ষা ভবন, ঢাকা

শুনানীর তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০১১

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

আবেদনকারী গত ০৭/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে মোঃ ফজলুল করিম, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা বরাবর সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের একটি টেকনিক্যাল অফিসারের পদ রাজস্ব খাতে না নেওয়ার বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের করা তদন্ত প্রতিবেদনের কপি, সমাপ্ত প্রমোট প্রকল্পের ৯টি টেকনিক্যাল অফিসারের পদের মধ্যে বাকী ৮টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, প্রকল্পের মেয়াদ শেষে সালেহা খন্দকার কিভাবে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কম্পিউটার অপারেশন সুপার ভাইজার পদে নিয়োগ পেল এ সকল তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য না পাওয়ায় এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পাওয়ায় আবেদনকারী গত ২৫/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে ১৬/০১/১১ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্ত মোঃ ফজলুল করিম, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, তিনি অভিযোগকারীর নিকট হতে লিখিত কোন আবেদন পাননি তবে টেলিফোনে অনুরোধ পেয়েছেন। তবে আবেদনকারী অভিযোগ নিয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট গেলে তিনি আবেদনটি গ্রহণ করেননি মর্মে জানান। এ বিষয়টি পত্রের ওপর তিনি নোট করে রেখেছেন মর্মে কমিশনকে দেখান। তবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অস্বীকার করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা কাঙ্ক্ষিত তথ্য সাথে করে এনেছেন মর্মে জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয় এবং আরও কোন তথ্য প্রয়োজন হলে পুনঃ আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে কোন রকম অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা দায়িত্ব এড়ানোর মানসিকতা পরিহার করার জন্য এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৩১/২০১১

অভিযোগকারী ঃ উৎপল কান্তি খীসা,
বাড়ী নং-৫১-৫২(২য় তলা),
রাস্তা নং-০৩,
বস্নক-এ (জে), মিরপুর-৬,
ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নাজমুল হক খান
উপসচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮.০৪.২০১১

গত ০৫/০৯/১০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর শিক্ষা ক্ষেত্রে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির কোটা সংক্রান্স্ত সরকারী নীতিমালার কপি এবং এই কোটা বাস্স্তবায়নে সরকারীভাবে কোন মনিটর করা হয় কিনা, যদি হয়ে থাকে তা কিভাবে হয় সেই তথ্যের কপি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে যাচিত তথ্য বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারী গত ৩১/১০/১০ খ্রিঃ তারিখে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে গত ৩০/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগটি আমলে নিয়ে তথ্য কমিশন উভয় পড়্গাকে সমন দেয়ার নির্দেশ দেয়ায় তাদেরকে সমন দেয়া হয়।

শুনানীকালে অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত অভিযোগের অনুরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্য শোনার পর প্রতিপড়্গ শিড়্গা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হক খান, উপ-সচিব জানান যে, অভিযোগকারীর ডাকযোগে, ই-মেইলে বা অন্য কোন মাধ্যমে কোন আবেদন তিনি প্রাপ্ত হননি বিধায় কাঙ্ড়্গিত তথ্য প্রদান করতে পারেননি। তবে কাঙ্ড়্গিত তথ্য তিনি সঙ্গে করে এনেছেন মর্মে কমিশনকে প্রদর্শন করেন।

সিদ্ধান্স্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা মন্ত্রী এক ব্যক্তি নন এবং এভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা যথাযথ নয়। তথাপি আবেদনকারী চাহিত তথ্য প্রাপ্ত হওয়ায় অভিযোগটি নিস্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য হয় এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৩২/২০১১

অভিযোগকারী ঃ রবীন্দ্র নাথ রায়

সিনিয়র শিক্ষক,

পথের বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

দীঘলিয়া, খুলনা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১.মোঃ বদিউজ্জামান

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

যশোর শিক্ষা বোর্ড

যশোর।

২. আজিজুর রহমান সাবু

আইন উপদেষ্টা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক

শিক্ষা বোর্ড,

যশোর।

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪.০৭.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২৮/৭/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যশোর শিক্ষা বোর্ড হতে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় কমিশনে এই আবেদন দাখিল করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক ২৭/৯/১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড, যশোর বরাবর একটি পত্র প্রেরন করা হয়। কিন্তু ১০০ কর্মদিবস পার হবার পরও চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড তথ্য প্রদান করেননি কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে কমিশনকে অবহিত করেননি। এ কারণে অভিযোগকারী পুনরায় ১০/০১/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশন বরাবর যাচিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযোগটি আমলে নিয়ে উভয়পক্ষকে সমন দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উভয় পক্ষকে সমন দেয়া হয়।

গত ১৮.০৫.২০১১ শুনানীর দিন অভিযোগকারী উপস্থিত থাকলেও প্রতিপক্ষ কোন যোগাযোগ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকেন। অভিযোগকারীর অনুরোধে কমিশন কর্তৃক তার বক্তব্য শোনা হয়। শুনানীতে জানা যায় যে, আবেদনকারীকে অন্যায়ভাবে যশোর শিক্ষা বোর্ডের আরবিট্রেশন বোর্ডের সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভুয়া সিদ্ধান্ত দেখিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হলে তিনি আরবিট্রেশন বোর্ডের সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে বারংবার আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও এ যাবৎ তাকে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। সর্বোপরি কমিশনের সচিব কর্তৃক ২৭/০৯/২০১০ তারিখের স্মারক নম্বর তকক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৫৪ মূলে পত্র ও আইনের কপি প্রেরণ করা সত্ত্বেও চেয়ারম্যান কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেননি বা যাচিত তথ্যাদি প্রদানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কমিশনের সমন পাওয়া সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি শুনানীতে প্রেরণ না করার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন,

২০০৯ তাঁর প্রতি নির্ধারিত দায়িত্ব অবহেলা করেছে। কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান, আদালতের রায়ের মাধ্যমে তিনি চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়েছেন।

পরবর্তী বিগত ১৮-০৫-২০১১ তারিখ পুনরায় শুনানীর জন্য ধার্য করা হয়। অভিযোগকারীকে সংশিস্নষ্ট মামলার আর্জি ও আদেশের কপি ও সংশিস্নষ্ট কাগজপত্র কমিশনে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রতিপড়্গ চেয়ারম্যান, যশোর শিড়্গা বোর্ড ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সমন প্রদানপূর্বক অনুলিপি শিড়্গা সচিব বরাবরে প্রদান করার সিদ্ধান্ত্ম গৃহীত হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যশোর শিক্ষা বোর্ড এর পড়্গে আজিজুর রহমান সাবু, আইন উপদেষ্টা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিড়্গা বোর্ড, যশোর তার বক্তব্যে বলেন ,গত ৮/২/১১ ইং তারিখে স্মারক নং-প্রশা-৬/৩৯৩১/২৩৯ যোগে বলা হয় যে,অভিযোগকারী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ২৮/০৭/১০ তারিখে আবেদনের বিষয়বস্তু সঠিক নয়। তার অপরাধের গুরম্নত্ব অনুযায়ী ১৫/১০/৯৩ ও ১৬/১০/৯৭ তারিখের আপীল এন্ড অর্বিট্রেশন কমিটির সভায় ২/৫ নং আলোচ্য-সূচী ও সিদ্ধান্ত্মের প্রেড়্গিতে বিদ্যালয়ের চাকরি হতে চুড়ান্ত্মভাবে অব্যহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত্ম অনুমোদন করা হয়। সিদ্ধান্ত্মের কপি সংযুক্ত আকারে পত্রের সাথে ছিল।

কমিশন আদেশ প্রদান করেন এই মর্মে যে গত ১৫/১০/৯৭ ও ১৬/১০/৯৭ তারিখে আাপিল এন্ড অর্বিট্রেশন কমিশনে যে সিদ্ধান্ত্ম হয়েছে তার Resolutionbook কমিশনে প্রদর্শনকরতে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী ০৬-০৬-২০১১ তারিখ পুনরায় শুনানীর জন্য ধার্য করা হয়।

পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে রেজিস্টার ডাকযোগে সমন পাঠানো হলেও শুনানীতে অনুপস্থিত থাকায় এবং গত ০৬/০৬/১১ তারিখের শুনানীতে অনুপস্থিত থাকায়া অধ্য তারিখে একতরফা শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মোঃ বদিউজ্জামান (অডিট অফিসার), যশোর শিক্ষা বোর্ড, যশোর শপথপূর্বক তার বক্তব্যে বলেন, তথ্য কমিশনের বিগত শুনানীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তিনি ১৫-১০-৯৭ ও ১৬-১০-৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির বোর্ড সবার কার্যবিবরণী রেজিস্ট্রারসহ কমিশনের শুনানিতে উপস্থাপন করেন এবং লিখিত বক্তব্যের সাথে সংযুক্তি আকারে প্রদান করেন। বিগত শুনানীর তারিখেও অভিযোগকারী অনুপস্থিত ছিলেন এবং তার অনুপস্থিতির জন্য যে কারণ তার পক্ষ থেকে দাখিলকৃত হাজিরায় উল্লেখ করা হয়েছে তা সন্তোষজনক নয় এবং তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু অভিযোগকারী পুনঃ পুনঃ ভাবে সন্তোষজনক কারণ উপস্থাপন ব্যতিরেকে অনুপস্থিত এবং প্রতিপক্ষগণ পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণাদিসহ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, সেহেতু অভিযোগকারী রবীন্দ্র নাথ রায়, সিনিয়র শিক্ষক, পথের বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দীঘলিয়া, খুলনা কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ যথার্থ না হওয়ায় খারিজ করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৩৩/২০১১

অভিযোগকারী ঃ মোঃ আব্দুর রহিম
মাল্টিপারপাস কলোনী,
বাসা নং ০৩ ফিশারী রোড,
কিশোরগঞ্জ

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ রুহুল আমিন
উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন)
বিভাগীয় সমবায় দপ্তর
ঢাকা।

শুনানীর তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২১/১১/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ ধারা ৮(১) অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ বরাবরে যথাক্রমে-

(ক) জেলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কিশোরগঞ্জ নামে সরকারের গৃহীত সরকারী মার্কেটিং স্কীমের ঋণ বাবদ বিভিন্ন প্রকার কর্জ সম্পর্কিত তথ্য, যা সমবায় বিধি ১০৫ মাতে জনাব সরোয়ার জাহান, উপ-নিবন্ধক (বিচার) কর্তৃক বিগত ০১/১২/১৯৯৬ সালে সরেজমিনে সমিতির কার্যালয়ে টেস্ট অডিট সম্পাদনের মাধ্যমে সঠিক বিবেচিত হয় এবং সে সমস্ত ঋণ পরিশোদের পর উক্ত পরিশোধের পর উক্ত পরিশোধের বিবরণী অথবা ব্যালেন্স এর পরিমাণ জানতে চেয়ে,

(খ) সরকারী ঋণ পরিশোধ ব্যতিরেকে সংস্থায় সর্বশেষ হিসাব হতে রাইটআপ করার পূর্বে অনুমোদনের ফটোকপি,

(গ) জেলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কিশোরগঞ্জ নামে ২০০৮ সনে বাজিতপুরস্থ শহরের ০.২৫ একর ভূমি এবং ২০১০ সনে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে পৌরসভার মধ্যস্থ ১.০৩ একর ভূমি বিক্রয়ের পূর্বে নিবন্ধকের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা হলে তার ফটোকপি এবং না করা হলে তার কারণ জানতে চেয়ে,

(ঘ) জেলা বহুমুখী সবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ১/৩ অং সদস্য নিবন্ধক কর্তৃক মনোনয়নের ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে কিনা অথবা না হয়ে থাকলে তার কারণ,

(ঙ) সমবায় আইন ২০০১/২০০২ ও সমবায় বিধিমালা/২০০৪ এর আওতায় সংশোধনী নিবন্ধক হয়েছে কিনা জানতে চেয়ে, আবেদন করেন।

আবেদনকৃত তথ্যের চারটি তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয় হতে স্মারক নং ০৯/৪০/৬০ তারিখ ০৫/০১/২০১১ মূলে গত ১৮/০১/২০১১ তারিখে সাধারণ ডাকযোগে প্রাপ্ত হন। যাচিত তথ্যের দফা ৩ কলামের 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত বকেয়া সরকারী ঋণের হিসাব সংক্রান্ত বিষয়াদি জেলা সরকারী হিসাব সংক্রান্ত বিষয়াদি জেলা সমবায় অফিসার, কিশোরগঞ্জএর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। যাচিত তথ্যের 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্য সরবরাহের জন্য নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর ঢাকা বরাবর ফরম 'গ' মূলে আপীল দাখিল করা হয়। আপীলের প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর স্মারক নং ৮২, শিল্প সেবা, তারিখ ১৫/০২/১১ মূলে আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুগ্ম নিবন্ধককে অনুরোধ করা হয়। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত তথ্যপত্রটি প্রাপ্ত হন কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য সরবরাহকৃত তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় তথ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অতএব সঠিক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে যাচিত তথ্য সমিতির সরকারী দেনার সঠিক হিসাব সরবরাহের জন্য তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেন যে, তিনি সমবায়ের ৫টি তথ্য চেয়েছেন। তিনি বলেন ৪ ৫ সরকারী ঋণকে write of দেখিয়ে অংশ বাদ দেয়া হয়। সরকারী প্রায় ৬ কোটি সম্পত্তি বিক্রয় করে দেয় হয় এবং তিনি এ কারণে সরকারী তদন্ত চেয়েছেন। তিনি ৪টি তথ্য প্রাপ্ত হন এবং অপর তথ্যটি জেলা সমবায় অফিস থেকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয়। আগে যে তথ্য দেয় তার সাথে পরে প্রদত্ত তথ্য সাংঘর্ষিক। সরকারের ঋণ আছে কিনা তা তদন্ত করে সঠিক তথ্য তিনি জানতে চান।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষো উপস্থিত জনাব মোঃ রুহুল আমিন উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন) বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, ঢাকা, শপথ পূর্বক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, তিনি এ কার্যালয়ে ছিলেন না এবং ফাইল দেখে যাচিত তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। বর্তমানে যে ঋণ নেই তা বাদীকে জানানো হয়েছে। সরকারী ঋণ পরিশোধের Statement ও Balance জানতে চেয়েছেন। সরকারী Cradit and marketing নেই। বাদী তথ্য চাওয়ার আগ পর্যন্ত তদন্ত করা হয়েছে। শুনানীতে তদন্তের রিপোর্টটি আনেন নি।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করে বলেন যে, বাদী কর্তৃক যাচিত তথ্য যা ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর হতে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত বিধিবদ্ধ অডিটসমূহের কপি অভিযোগকারীকে প্রদান করতে হবে। তথ্য কমিশনে আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত আলোচিত তদন্ত রিপোর্টটি প্রদান করতে হবে এবং ২০০৬-২০১০ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের স্টেটমেন্ট সরবরাহ করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

অভিযোগ নং ঃ ৩৪/২০১১

ধারা ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারা

অভিযোগকারী ঃ শেখ আলী আহাম্মদ
৩১/৩, মাসদাইর
ফতুল্লা,
নারায়ণগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
২। ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম
তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন
নারায়ণগঞ্জ ও আপীল কর্তৃপক্ষ।

রায়(তারিখ ঃ ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১)

অদ্য ০৮.০৯.২০১১ তারিখ নথিটি সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। গত ০৯.০৮.২০১১ এবং ১৮.০৮.২০১১ তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত শুনানী গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় পক্ষই ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী শেখ আলী আহাম্মদ এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য

অভিযোগকারী, শেখ আলী আহাম্মদ পিতা মৃত শেখ মোঃ আব্দুল আজিজ, সাং ৩১/৩, মাসদাইর লিংকরোড, থানা- ফতুলস্না, জেলা- নারায়ণগঞ্জ গত ২৪.০৪.২০১১ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে,

১. তিনি গত ০৬.০২.২০১১ তারিখে জনৈক মামুন, পিতা- আব্দুল মন্নাফ (মান্নান ড্রাইভার), সাং মাসদাইর, থানা- ফতুলস্না, জেলা- নারায়ণগঞ্জ গত ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ হতে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সে রোগী হিসেবে ভর্তি ছিলেন কিনা এবং

২. এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা গোয়েন্দা বিভাগের এস আই হানিফ হাওলাদার কোন তথ্য চেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের আরএমও সাহেবের নিকট রিকুইজিশন দিয়েছেন কিনা কিংবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের আরএমও সাহেব উক্ত হানিফ সাহেবকে কোন কিছু লিখিত দিয়েছেন কিনা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবেদনকারীর দরখাস্তের ভিত্তিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য লিখিতভাবে প্রদান করবেন মর্মে আবেদনকারীকে আশ্বস্ত করেন। উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের

সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। পরবর্তীতে আবেদনকারী বিশ্বস্থসূত্রে জানতে পারেন যে, কমিটি তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তিনি ০২.০৩.২০১১ তারিখে দ্রম্নত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পুনরায় তাগিদপত্র প্রদান করেন। কিন্তু তথ্য না পেয়ে গত ০৬.০৩.২০১১ তারিখে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম বরাবর তথ্য অধিকার আইনের গেজেটসহ নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী আপীল আবেদন দাখিল করেন। উক্ত আপীল আবেদন প্রাপ্তির পর সিভিল সার্জন সাহেব কোন সাধারণ নাগরিক তথ্য পেতে পারে কিনা তা জানতে চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে পত্র প্রেরণ করেন এবং তাকে অনুলিপি প্রেরণ করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আইন উপদেষ্টার মাধ্যমে সিভিল সার্জনকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে তাকে অবগত করেন। অবগতিপত্র প্রাপ্তির পর তিনি ১৭.০৪.২০১১ তারিখে উক্ত তথ্য চেয়ে পুনরায় দরখাস্ত করেন এবং ২০.০৪.২০১১ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন অফিসে যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হয় যে, সিভিল সার্জন অফিস থেকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে পত্র দেয়া হয়েছে। তৎপর ২১.০৪.২০১১ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসে গিয়ে ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফার নিকট তথ্য চাইলে তিনি জানান যে, আবার নতুন কমিটি গঠন করে পুনরায় তদন্ত করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী তার চাহিত তথ্য পাওয়ার অধিকার থাকলেও তাকে তথ্য না দিয়ে হয়রানী করা হচ্ছে উলেস্নখ করে তথ্য পাবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত অত্র অভিযোগ দাখিল করেন।

শুনানীকালে শপথগ্রহণপূর্বক তিনি একই বক্তব্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন করেন এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের পর ২৫.০৪.২০১১ তারিখের পত্র মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিভ্রান্তিকর মর্মে উলেস্নখ করে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির আদেশ চেয়ে প্রার্থনা করেন। কারণ হিসেবে তিনি উলেস্নখ করেন যে, তিনি ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত তথ্য চাইলেও তাকে শুধুমাত্র ০৭.০৪.২০০৯ তারিখের তথ্য দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ

০৮.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কিনা বা চিকিৎসাধীন ছিলেন কিনা তা উলেস্নখ করা হয়নি।

নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা এর বক্তব্য

অভিযোগকারীর বক্তব্য উপস্থাপনের পর প্রতিপক্ষ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্য পেশ করে জানান যে, তিনি গত ১২.১২.২০০৯ তারিখে বর্তমান কর্মস্থলে যোগদান করেন। উলেস্নখিত ঘটনা তার যোগদান পূর্ববর্তী সময়ের হওয়ায় তিনি ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য তার অফিসের স্মারক নং- উজেস্বাকম/আড়াই/১১/১২৬ তারিখ ০৮.০২.২০১১ মাধ্যমে অফিস আদেশ জারী করেন। অধিকন্তু, একজন সাধারণ জনগণের ব্যক্তিগত আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা এধরনের তথ্য প্রদান করতে পারে কিনা তার দিক নির্দেশনা চেয়ে স্মারক নং- উজেস্বাকম/আড়াই/১১/২৯০ তারিখ ০৬.০৩.২০১১ মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন। নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন তার অফিসের স্মারক নং সিএসএনজে/প্রশাসন/১১/১২৮২ তারিখ ১৬.০৩.২০১১ মাধ্যমে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বরাবর নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জন অফিসের স্মারকনং সিএসএনজে/প্রশাসন/১১/১৮০৯ তারিখ ১৮.০৪.২০১১ মোতাবেক চাহিত তথ্য সরবরাহপূর্বক তাকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত অনুমতির প্রেক্ষিতে তার কার্যালয়ের স্মারক নং উজেস্বাকম/আড়াই/১১/৮০৩/১ (২) তারিখ ২৫.০৪.২০১১ মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানায় চাহিত তথ্য প্রেরণ করেন। উক্ত জবাব বিবেচনা পূর্বক তাহার বিরম্নদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে তিনি অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত উলেস্নখিত মামুন নামীয় ব্যক্তি আড়াইহাজার উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কিনা তার উত্তর না দিয়ে শুধু মাত্র ০৭.০৪.২০০৯ তারিখে উক্ত ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করেন নাই বা ভর্তি হন নাই মর্মে জানানোর কারণ তথ্য কমিশন শুনানীকালে জিজ্ঞাসা করলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন যে, যেহেতু উলিস্নখিত ব্যক্তি ০৭.০৪.২০০৯ তারিখে ভর্তি হননি, সেহেতু ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকার সুযোগ নেই এবং ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটি ভুয়া বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে "০৭.০৪.২০০৯ হতে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পযর্ন্ত" শব্দগুলোর মাধ্যমে কি বুঝানো হয়েছে তথ্য কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, ০৭.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে শুরম্ন করে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কিনা বা চিকিৎসাধীন ছিলেন কিনা তা বুঝানো হয়েছে। কমিশনের প্রশ্নের জবাবে তিনি ২৫.০৪.২০১১ তারিখের স্মারক নং- ৮০৩ তে প্রদত্ত স্বাক্ষর তার নিজের বলে স্বীকার করেন (প্রদর্শনী- ১)। শুনানীকালে তিনি হাসপাতালে ভর্তি রেজিষ্টার (প্রদর্শনী- ২) প্রদর্শন করলে তা পরীক্ষা করে উক্ত মামুন নামীয় ব্যক্তি ০৭.০৪.২০০৯ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হননি মর্মে উক্ত ভর্তি রেজিষ্টারে দেখা যায়, যা তিনি শুনানীকালে স্বীকার করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপলী কর্তৃপক্ষ ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম এর বক্তব্য

অতঃপর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম তথ্য কমিশনের প্রশ্নের জবাবে জানান যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হয়েছে মর্মে তিনি জানেন। কিন্তু উক্ত আইন অনুযায়ী তথ্য চাইলে তথ্য দিতে হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারায়, তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট নির্দেশনা চেয়েছেন। তিনি আরো জানান যে, মহাপরিচালকের পক্ষে আইন উপদেষ্টার স্বাক্ষরে স্মারক নং ৩৬৯৩ তাং ১০.০৪.২০১১ মাধ্যমে উত্তর প্রাপ্তির পর তার অফিসের স্মারক নং- সিএসএনজে/প্রশাসন/২০১১/১৮০৯ তারিখ

১৮.০৪.২০১১ মাধ্যমে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে বিধিমোতাবেক আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করে তাকে অবহিত করার নির্দেশ দেন।

বিচার্য বিষয়

(ক) আবেদনকারীর চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল কি না?

(খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না?

(গ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা না হলে আইনের ৯(৩) ধারা অনুসারে ১০(দশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে সরবরাহ না করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে কি না?

(ঘ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩(১)(ঙ) এবং ২৭ (১)(ঘ) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে কোনরূপ ভ্রান্ত্ম, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিত্মকর বা বিকৃত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না ?

(ঙ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারা অনুসারে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে কোন বিধি নিষেধ ছিল

কিনা ?

(চ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন কর্তৃক আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মাঝে তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে কি না?

প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশেস্নষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগ এবং শুনানীকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং কমিশনের নিকট দাখিলকৃত নথিপত্র ও অন্যান্য দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে্ম প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগে উলেস্নখিত আবেদনকারীর চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল।

হাসপাতালে রোগী ভর্তির রেজিষ্টার পর্য্যালোচনাপূর্বক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মাঝে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি, যা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এতদ্ব্যতীত কি কারণে তথ্য প্রদান করা হয়নি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৩) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মাঝে তথ্য প্রদান না করে, আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করেন। গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ১৭.০২.২০১১ তারিখের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তথ্য সরবরাহ না করে, তিনি ০৬.০৩.২০১১ তারিখে তথ্য প্রদান করা যাবে কি না তার নির্দেশনা চেয়ে নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণ করেন। সিভিল সার্জনও কোন দিকনির্দেশনা না দিয়ে ১৬.০৩.২০১১ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। মহাপরিচালকের নিকট থেকে তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন বিগত ১৮.০৪.২০১১ তারিখে পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য সরবরাহপূর্বক তাকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তদ্প্রেক্ষিতে বিগত   ২৫.০৪.২০১১ তারিখে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীকে আংশিক তথ্য (জনৈক মামুন নামীয় ব্যক্তি বিগত ০৭.০৪.২০০৯ তারিখে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সে ভর্তি ছিল না) সরবরাহ করা হয়, যা অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর ও হয়রানিমূলক মর্মে প্রতীয়মান হয়। কারণ, সরবরাহকৃত তথ্যে ০৮.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে ১১.০৪.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ের কোন তথ্যের বিষয়ে কিছুই উলেস্নখ করা হয়নি।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ তৎকালীন নারায়নগঞ্জ জেলার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন কর্তৃকও আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মাঝে তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। ফলে

আপীল কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম এবং আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা উভয়েই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কথা কমিশনের নিকট স্বীকার করেন। তারা আইনটি ভালভাবে না বুঝার কারণে বিলম্বে তথ্য প্রদান ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের নিকট দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত বিধি নিষেধ চাহিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

আদেশ

যেহেতু, অভিযোগে উলেস্নখিত আবেদনকারীর চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি;

যেহেতু, কি কারণে তথ্য প্রদান করা হয়নি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৩) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়নি;

যেহেতু, তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশের ভিত্তিতে নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জনের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম

মোস্তফা কর্তৃক আবেদনকারীকে আংশিক, অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং যেহেতু, তিনি কৃতকর্মের জন্য কমিশনের নিকট দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে কমিশনের নিকট অঙ্গীকার করেছেন;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন কর্তৃক আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মাঝে তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি;

যেহেতু, আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন এবং আইনটি ভালভাবে না বুঝার কারণে আইন অনুযায়ী যথাসময়ে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেজন্য কমিশনের নিকট দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে অঙ্গীকার করেছেন;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য সরবরাহে বিধি নিষেধ চাহিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়;

<u>সেহেতু,</u>

(ক) কমিশন কর্তৃক রায় ঘোষণার তারিখ থেকে পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মাঝে অর্থাৎ আগামী ১৫.০৯.২০১১ তারিখ বা তৎপূর্বে অভিযোগকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। অভিযোগকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নায়াণগঞ্জ জেলার বর্তমান সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে তদারকি ও নিশ্চিত করার জন্য বলা হলো।

(খ) কমিশনের সার্বিক বিবেচনায় যদিও আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্ত্মফার অপরাধ গুরম্নতর, তথাপি, কমিশনের নিকট তিনি দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় কমিশন নমনীয় হয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(১)(খ)(ঘ)(ঙ) ধারা অনুসারে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্ত্মফাকে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো, অনাদায়ে ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্ত্মফা এর নিকট হতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৮ ধারা অনুসারে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(গ) নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মাঝে দায়িত্ব পালন না করায় তাকে তিরস্কারপূর্বক ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে আরো সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(ঘ) অভিযোগকারী, শেখ আলী আহাম্মদ, পিতা- মৃত শেখ মোঃ আব্দুল আজিজ, সাং- ৩১/৩, মাসদাইর লিংক রোড, থানা- ফতুলস্না, জেলা- নারায়নগঞ্জ, প্রতিপক্ষ আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্ত্মফা এবং নারায়নগঞ্জ জেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষ ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলমকে কমিশনের সিদ্ধান্ত্ম যথাযথভাবে বাস্ত্মবায়নের নিমিত্তে রায়ের অনুলিপি প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

(ঙ) সিদ্ধান্ত্মের অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও নারায়নগঞ্জ জেলার বর্তমান সিভিল সার্জন ও আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৫/২০১১

অভিযোগকারী ঃ মোঃ মছিউদ্‌দৌলা
গ্রাম- উত্তর ছলিমপুর
(ফৌজদারহাট),
ডাকঘর- জাফরাবাদ (৪৩১৭)

প্রতিপক্ষ ঃ ১। সাব-রেজিস্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
সীতাকুন্ডু, সাবরেজিস্ট্রি অফিস

থানা- সীতাকুন্ড, জেলা- চট্টগ্রাম

২। রেজিষ্ট্রার

জেলা রেজিস্ট্রি অফিস,

চট্টগ্রাম ও আপীল কর্তৃপক্ষ।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮/০৮/২০১১

অভিযোগকারী মোঃ মছিউদ্‌দৌলা গত ২৪/০২/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ অনুসারে রেজিষ্ট্রার, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম বরাবর যথাক্রমে নিম্নোক্ত তথ্যাদি জানতে চেয়ে আবেদন করেন ঃ

(ক) বিগত ১৩/১২/১৯৭৭ ইং তারিখে ৬৩০৫ নং দলিল সীতাকুন্ড সাব রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে

উক্ত দলিলের দাতা ও গ্রহীতা কে ? দলিলের ভল্যুয়ম নম্বর ও পৃষ্ঠা কত এবং দলিলের প্রকৃতি কি?

(খ) বিগত ২৯/১০/১৯৬৩ ইং তারিখে ৫০১৩ নং দলিল সীতাকুন্ড সাব রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে

উক্ত দলিলের দাতা ও গ্রহীতা কে ? দলিলের ভল্যুয়ম নম্বর ও পৃষ্ঠা কত এবং দলিলের প্রকৃতি কি? এবং

(গ) বিগত ২১/০৭/১৯৭৭ ইং তারিখে ৩৬৪৮ নং দলিল সীতাকুন্ড সাব রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে

উক্ত দলিলের দাতা ও গ্রহীতা কে ? দলিলের ভল্যুয়ম নম্বর ও পৃষ্ঠা কত এবং দলিলের প্রকৃতি কি?

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় উক্ত আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ২৯/০৩/২০১১ আপীল করেন। তথাপি তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় যাচিত তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের সভায় বিস্ত্মারিত আলোচনা হয়। অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণের প্রতি ০৯/০৮/২০১১ তারিখ ধার্য করে সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হলেও প্রতিপড়্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে হাজির না হয়ে আইনজীবি কর্তৃক হাজিরা দাখিল করেন। উলিস্নখিত আইনজীবি শুনানিতে হাজির হয়ে সময় প্রার্থনা করেন। পরবর্তীতে ১৮/০৮/২০১১ তারিখ নির্ধারণ করে পুনরায় পড়্গাগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে উভয় পড়্গের উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, সীতাকুন্ডু সাবরেজিস্ট্রি অফিসে ৩১/১২/১৯৭৭ তারিখের ৬৩০৫, ২৯/১০/১৯৬৩ তারিখের ৫০১৩ এবং ২১/০৭/১৯৭৭ তারিখের ৩৬৪৮ নং দলিলসমূহের বিষয়ে কতিপয় তথ্য জানতে চেয়ে চট্টগ্রাম জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে আবেদন করে তথ্য না পাওয়ায় আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপড়্গ নির্ধারিত ১৫ দিনের মধ্যে যাচিত তথ্যাদি না দেওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

অন্যদিকে প্রতিপড়্গসাব-রেজিস্ট্রার, সীতাকুন্ডু সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং রেজিষ্ট্রার, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম ও আপীল কর্তৃপড়্গ শপথপূর্বক গত

ধার্য তারিখে সশরীরে উপস্থিত না হওয়ার জন্য ড়্গমা প্রার্থনা করেন এবং জানান তারা যাচিত তথ্যাদিসহ হাজিরা দাখিল করে হাজির আছেন।

সিদ্ধান্তঃ শুনানীঅন্তে কমিশন প্রতিপড়্গাকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেন এবং ভবিষ্যতে তথ্য প্রদানের ড়্গেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করার নির্দেশনা প্রদান করেন। অধিকন্তু যাচিত তথ্যাবলি অভিযোগকারীকে অবিলম্বে সরবরাহ করে অনুলিপি তথ্য কমিশনে দাখিল করার নির্দেশ প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয় এবং তথ্য প্রদান সাপেড়্গে প্রতিপড়্গাকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৩৬/২০১১

অভিযোগকারী ঃ পরিমল পালমা
সিনিয়র রিপোর্টার, দি ডেইলি স্টার,

প্রতিপক্ষ ঃ শিরিন আফরোজ
ওয়েজ আর্নারস

৬৪-৬৫, কাজী নজরম্নল ইসলাম ওয়েলফেয়ার ফান্ড বি এম ই টি

এভিনিউ,

ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

শুনানীর তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২২/১১/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে ওয়েজ আনার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড-এর তথ্য চেয়ে বাংলাদেশ ম্যানপাওয়ার এমপস্নায়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং (বিএমইটি) এর নিকট আবেদন করেন। কয়েকদিন পর তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিরিন আফরোজ এর নিকট অনুসন্ধানে জানতে পারেন, তাঁর আবেদনখানি সংশিস্নষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু ২০ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নানাভাবে যোগাযোগ করেও তিনি তথ্য পেতে ব্যর্থ হন। আবেদন দাখিলের ২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ২৩ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপড়্গ, বিএমইটি'র মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করলে উক্ত কর্তৃপড়্গ স্বাড়্গার করে পত্র গ্রহণের কথা অস্বীকার করে। অতঃপর তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দিতে আসলে আপীলের কোন ডকুমেন্ট না থাকায় তথ্য কমিশনের সচিব মহোদয়ের পরামর্শে গত ২৩/০২/২০১১ তারিখে তিনি মহাপরিচালক, বিএমইটি বরাবরে পুনরায় আপীল দায়ের করেন। কোন জবাব না পেয়ে তিনি সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বরাবরে আপীল করেন। সচিব মহোদয় তাঁকে পরিচালক (ওয়েলফেয়ার) মাফরম্নহা সুলতানা এর নিকট প্রেরণ করলে তিনি আবেদন সুনির্দিষ্ট নয় বলে তথ্য দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। আবেদনকারী সুনির্দিষ্টভাবে ২০১০ সালের তথ্য চেয়েও তা পেতে ব্যর্থ হন। এমতাবস্থায়, তিনি কাঙ্খিত তথ্যে প্রবেশাধিকার পেতে সহযোগিতা কামানা করে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের ০৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ০৯/০৮/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। অদ্য ধার্য্য তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, প্রবাসীদের wageearners welfare fund কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হয়। ২২-১১-২০১০ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ফান্ডের টাকা কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানতে চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু কোন উত্তর পাননি। পরবর্তীতে BMET এর বরাবর আবেদন করেন। তথ্য না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আপীল করেন এবং পরবর্তীতে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত শিরিন আফরোজ, ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড বি এম ই টি শপথ পূর্বক তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, ২২-১১-১০ তারিখে আবেদন করলে তিনি নথি উপস্থাপন করেন এবং একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। বাদীকে যাচিত তথ্য তার আবেদন পত্রে লিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকৃত পত্রের লিখিত ঠিকানায় যাচিত তথ্য প্রেরণ করেছেন সেহেতু প্রতিপক্ষকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। তবে অভিযোগকারী তাতে সন্তুষ্ট না হলে, নতুন কোন তথ্য চাইলে তাকে পুনরায় আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৩৭/২০১১

অভিযোগকারী ঃ নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস
বড় স্টেশন রোড হরিজন চৈতন্য পলস্নী,
কুষ্টিয়া।

প্রতিপক্ষ ঃ আনোয়ার আলী
মেয়র
কুষ্টিয়া পৌরসভা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০১১

অভিযোগকারী গত ২৯/০৮/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মেয়র, কুষ্টিয়া পৌরসভা, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেনঃ

১. কুষ্টিয়া পৌরসভায় কতজন স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করে;

২. স্বাস্থ্যকর্মীদের ফিল্ড ভিজিটের পস্নান এর কপি।

আবেদনপত্র গহণের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও কর্তৃপক্ষ কোন জবাব না দেয়ায় আবেদনকারী গত ২৮/১০/২০১০ তারিখে সংশিস্নষ্ট ঊর্ধতন আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিকার প্রদানের বিধান থাকলেও আপীল কর্তৃপক্ষ কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেনি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারামতে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে গত ১২/০৫/২০১১ তারিখে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের ০৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে ০৯/০৮/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। অদ্য ধার্য তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি ইতোমধ্যে আবেদকৃত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু অভিযোগকারী ইতোমধ্যে যাচিত তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ দায়িত্বপাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৩৮/২০১১

অভিযোগকারী ঃ ড. শামসুল বারি,
বাড়ি নং-৭, রাস্ত্মা নং-১৭,
বস্নক-সি,
বনানী, ঢাকা-১২১৩।

প্রতিপক্ষ ঃ শেখ আব্দুল মান্নান
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ও
সদস্য, পরিকল্পনা,
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপড়্গা
(রাজউক), রাজউক ভবন, মতিঝিল,
ঢাকা- ১০০০।

সিদ্ধান্ত্মপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ৩১/১০/২০১১ খ্রিঃ

অভিযোগকারী গত ২৯ মে, ২০১১ তারিখে শেখ আব্দুল মান্নান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সদস্য, পরিকল্পনা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপড়্গা (রাজউক), রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ এর বরাবর নিম্নরূপ তথ্য চেয়ে আবেদন করেনঃ

১। কোন এলাকায় ভবন নির্মাণের জন্য অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে অনুসরনীয় নীতিমালা এবং তার তথ্য বিষয়ক ফাইল দেখা
এবং সংশিস্নষ্ট তথ্যের কপি ;

২।আবাসিক এলাকায় অনাবাসিক ভবন তৈরির ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয় তার তথ্য বিষয়ক ফাইল দেখা এবং সংশিস্নষ্ট
তথ্যের কপি;

৩। কোন আবাসিক এলাকায় গৃহ নির্মাণের আবেদন পেলে সেড়্গেত্রে উক্ত এলাকার আশেপাশে বসবাসরত অধিবাসীদের মতামত

বা অভিযোগ নেয়ার কোন ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তার তথ্য বিষয়ক ফাইল দেখা এবং সংশিস্নষ্ট তথ্যের কপি ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) ধারামতে পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশিস্নষ্ট তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত তথ্য বা কোন জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৮-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি অদ্য কমিশনের সভায় আলোচিত হয়। অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্টপড়্গগণের প্রতি ১৩/১০/২০১১ তারিখ ধার্য করে সমন জারী করা হয়। পরবর্তীতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপড়্গের স্মারক নং-রাজউক/পরিঃ(উঃনিঃ)/বিবিধ (উঃনিঃ)-১২/১১/১৯৫, তারিখঃ ১০/১০/২০১১ মারফত জানান যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেশের বাইরে থাকায় ধার্য তারিখে তার পড়্গে আদালতে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয় জানিয়ে সময়ের আবেদন করেন। পরবর্তীতে ৩১/১০/২০১১ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করে পড়্গদ্বয়কে সমন দেয়া হয়।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর ০৩ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপড়্গের নিকট আপীল করেও কোন তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দাখিল করেন। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলেও তিনি যাচিত তথ্যাবলী পাননি, এমনকি অদ্যাবধি তিনি কোন তথ্য পাননি।

অন্যদিকে প্রতিপড়্গ শেখ আব্দুল মান্নান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সদস্য, পরিকল্পনা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপড়্গ (রাজউক), রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ শপথপূর্বক জানান যে, তিনি ইতোমধ্যে যাচিত তথ্যাবলি অভিযোগকারীকে প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়ে তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেছেন। এ পর্যায়ে অভিযোগকারী ড. শামসুল বারী আদালতের অনুমতি নিয়ে জানান যে, তিনি ২৯/০৫/২০১১ তারিখে যে তথ্যাদি জানতে

চেয়েছেন সেটি পাননি। পরবর্তীতে তথ্য জানতে চেয়ে যে আবেদন করেছেন তার তথ্য পেয়েছেন। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করেন। তাতে দেখা যায় পূর্বে যাচিত তথ্যাদির সঙ্গে পরবর্তীতে যাচিত তথ্যের অনেকাংশে মিল রয়েছে। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে জানতে চান অভিযোগকারী কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি দিতে কিংবা যাচিত তথ্য বিষয়ক ফাইল প্রদর্শনে কোন অসুবিধা আছে কিনা। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যাচিত তথ্যাদি দিতে কিংবা ফাইল প্রদর্শনে কোন বাধা নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্যাবলী প্রদানের এবং সংশিস্নষ্ট ফাইল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সঙ্গে অভিযোগকারীকে প্রদত্ত তথ্যাবলী প্রদান করে কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করেন।

স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮ ।

অভিযোগ নং ঃ ৩৯/২০১১

অভিযোগকারী ঃ মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম
বাড়ি নং-৯১/এ (২য় তলা),
বশির উদ্দিন রোড, কলাবাগান,
ঢাকা-১২০৫।

প্রতিপক্ষ ঃ বিআরটিএ
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
এলেনবাড়ি,
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

শুনানীর তারিখ ঃ ৩১.১০.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিআরটিএ, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ বরাবরে গত ০৩-০৩-২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন-

১) গত ২০১০ সালে ঢাকা শহরে কতজনকে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তার নামের তালিকা।

২) বিনা লাইসেন্স গাড়ি চালানোর জন্য কতজনের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার তালিকা এবং

৩) অভিযানের নীতিমালা ও অভিযানের তারিখ ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) ধারামতে পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পেয়ে গত ১২-০৬-২০১১ তারিখে আপীল করেন।

কিন্তু অদ্যবধি কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১০-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি অদ্য কমিশনের **১৩/১০/২০১১** তারিখের সভায় আলোচিত হয়। অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্টপড়্গাগণের প্রতি ৩১/১০/২০১১ তারিখ ধার্য করে সমন জারী করা হয়। ধার্য্য তারিখে উভয়পড়্গা হাজিরা দাখিলায় হাজির হন।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর ০৩ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপড়্গের নিকট আপীল করেও কোন তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দাখিল করেন। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলেও তিনি যাচিত তথ্যবলী পাননি, এমনকি অদ্যবধি তিনি কোন তথ্য পাননি।

অন্যদিকে প্রতিপড়্গা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিআরটিএ, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা-**১২১৫** শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি গত আগষ্ট মাসে বিআরটিএ তে যোগদান করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হজ্জে যাওয়ায় আমাকে কমিশনের সমন পেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্তৃপড়্গা নিয়োগ প্রদান করায় তিনি শুনানীতে হাজির আছেন । অভিযোগকারীর অভিযোগ সম্পর্কে তিনি মোটেই অবগত ছিলেন না। তবে যাচিত তথ্যাবলী প্রদানের তার কোন বাধা নেই। কিন্তু যাচিত তথ্যাবলী পরিমাণে অনেক হওয়ায় তা দিতে সময়ের প্রয়োজন।

সিদ্ধান্তঃ আগামী ২০/১১/২০১১ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্যাবলী প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং তার অনুলিপি কমিশনকে প্রেরণের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হয়।

স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**

তথ্য কমিশনার　　　　　　তথ্য কমিশনার　　　　　　প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪০/২০১১

অভিযোগকারী ঃ মোহাম্মদ ফখরম্নল ইসলাম,
বাড়ি নং-৯১/এ (২য় তলা),
বশির উদ্দিন রোড, কলাবাগান,
ঢাকা-১২০৫ ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনতা ব্যাংক লিঃ
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
টিএসসি শাখা,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ২১/১২/২০১১ খ্রিঃ

অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনতা ব্যাংক লিঃ, টিএসসি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবরে গত ০১-০৬-২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন-

১) জনতা ব্যাংক পরিচালনা এবং জনগণের সেবা প্রদানের ড়্গেত্রে যেসব নীতিমালা রয়েছে তার কপি।

২) জনগণকে কি কি সেবা প্রদানের নিয়ম আছে তার তালিকা।

চাহিত তথ্য না পেয়ে গত ১৪-০৭-২০১১ তারিখে আপীল করেন। কিন্তু অদ্যবধি কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১০-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি ১৩/১০/২০১১ তারিখে কমিশনের সভায় আলোচিত হয়। অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্টপড়্গগণের প্রতি ৩১/১০/২০১১ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিপড়্গের নিয়োজিত আইনজীবি শুনানীকালে জানান যে, সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাবা রোকেয়া সুলতানা জটিল লিভার জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২১/০৭/২০১১ তারিখ হতে ছুটি গ্রহণ করে ভারতে চিকিৎসাধীন থাকায় কমিশনের নিকট

শুনানীর জন্য সময় প্রার্থনা করেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে কমিশন প্রতিপক্ষের সময় প্রার্থনা মঞ্জুরপূর্বক ২৯/১১/২০১১ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করে পক্ষদ্বয়কে সমন দেয়া হয়।

পরবর্তীতে ধার্য্য তারিখে অভিযোগকারী গর হাজির থাকায় শুনানীকালে প্রতিপক্ষের নিয়োজিত আইনজীবি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাবা রোকেয়া সুলতানা অসুস্থতার বিষয়টি উল্লেখপূর্বক মানবিক কারণে পুনরায় সময় প্রার্থনা করেন। শুনানীঅন্তে কমিশন প্রতিপক্ষের সময় প্রার্থনা মঞ্জুরপূর্বক ২১/১২/২০১১ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করে পক্ষগণকে সমন দেয়া হয়।

শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখে অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনতা ব্যাংক লিঃ, টিএসসি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বরাবর বর্ণিত ০২ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও কোন তথ্য না পেয়ে এই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। শুনানীকালে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি চাহিত তথ্যাদির অধিকাংশ পেয়েছেন এবং আরো তথ্য পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষের নিয়োজিত আইনজীবি জানান যে, জনতা ব্যাংক কর্তৃক গত ২৩/০৮/২০১১ তারিখে আরএস/ডিইউসি/তথ্য/২০১১ নং এবং গত ১৫/১২/২০১১ তারিখে জেবিএল/ডিইউসি/তথ্য সরবরাহ/১১ নং স্মারকমূলে প্রেরিত পত্র অনুযায়ী অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। কমিশন জনতা ব্যাংক লিঃ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করেন। তাতে দেখা যায় যে, যাচিত তথ্যাদির অধিকাংশই অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশন আগামী ০৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অতিরিক্তযাচিত তথ্যাবলী প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সঙ্গে অভিযোগকারীকে প্রদত্ত

তথ্যাবলী প্রদান করে কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪১/২০১১

অভিযোগকারী ঃ মোছাঃ তাহেরা বেগম
বাড়ী নং-১৮, রোড নং-৫
(সাহান উলস্না বশুনিয়া),
নতুন বাবুপাড়া, উপজেলা-সৈয়দপুর,
জেলাঃ নীলফামারী।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ জামাল উদ্দিন (ওসি)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সৈয়দপুর থানা, উপজেলাঃ সৈয়দপুর,
জেলাঃ নীলফামারী।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ০৯/০১/২০১২ খ্রিঃ

অভিযোগকারী মোছাঃ তাহেরা বেগম, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর থানা, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী বরাবরে গত ৩০-০৭-২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন-

২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কতজন নির্যাতিত নারী সৈয়দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তাদের তালিকার ফটোকপি।

যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ০৩-১০-২০১১ তারিখে পুলিশ সুপার, নীলফামারী বরাবর আপীল করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ৩০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২১-১২-২০১১ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্টপড়্গগণের প্রতি ০৯/০১/২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখে হাজির হয়ে অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর থানা, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী বরাবর বর্ণিত ০১ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপড়্গের নিকট আপীল করেও কোন তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দাখিল করেন। শুনানীকালে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি যাচিত তথ্যাদি না পেয়ে বিভিন্ন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছেন, এমনকি তার তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি ৩০-০৭-২০১১ তারিখের ২/৩ দিন আগে হাতে হাতে দেয়ার জন্য থানার ডিউটি অফিসারের কাছে দিতে গেলে তিনি আবেদনটি গ্রহণ করেননি।

অন্যদিকে শুনানীকালে প্রতিপড়্গ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর থানা, নীলফামারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি এ ধরণের কোন আবেদনপত্র পাননি। তবে তিনি কমিশনের গত ২৭/১২/২০১১ তারিখের তকক/প্রশা-২৩/২০০৯-৩৩৪ নং স্মারকমূলে প্রেরিত সমনের মাধ্যমে অভিযোগের বিষয়ে অবহিত হয়ে যাচিত তথ্য সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এবং শুনানীকালে তা পাঠ করে শুনান। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর থানা, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশন অভিযোগকারী কর্তৃক বর্ণিত সময়ে নিয়োজিত থানায় ডিউটি অফিসার কে আরো সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। একই সঙ্গে

শুনানীতে হাজির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্যাবলী অভিযোগকারীকে প্রদান করে কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করেন।

স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪২/২০১১

অভিযোগকারী ঃ মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী,
তায়েফ এন্টারপ্রাইজ, ১২৪(ক)
আইনজীবী ভবন,
কোর্ট বিল্ডিং, চট্টগ্রাম-৪০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ১। খালিদ মামুন চৌধুরী
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(শিড়্গা ও উন্নয়ন)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
চট্টগ্রাম।

২। ইশরাত রেজা
সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
চট্টগ্রাম।

৩। মোঃ নাজমুল ইসলাম সরকার
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী
ম্যাজিস্ট্রেট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

৪। শাহ মোঃ জিয়া উদ্দিন চৌধুরী
অধ্যড়্গ (ভারপ্রাপত্ম)
শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৬/০১/২০১২ খ্রিঃ

অভিযোগকারী জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য প্রদান ইউনিট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বরাবরে গত ১২-০৭-২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন-

জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত এমপিওভুক্ত শাহী কমার্শিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৮/০৯/২০১১ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১৪-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২১-১২-২০১১ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্টপক্ষগণের প্রতি ০৯/০১/২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কিন্তু কমিশনের সমনের ভিত্তিতে ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উপস্থিত না থাকায় কমিশন পরবর্তী ০৬/০২/২০১২ তারিখে শুনানীর জন্য পুনরায় সমন জারী করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরবর্তী শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখে হাজির হয়ে অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য প্রদান ইউনিট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বরাবর বর্ণিত ০১ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপড়্গের নিকট আপীল করেও কোন তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দাখিল করেন।

অন্যদিকে শুনানীকালে প্রতিপড়্গ খালিদ মামুন চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিড়্গা ও উন্নয়ন), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম আগামী ১৬/০২/২০১২ পর্যন্ত্ম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ডেভলপমেন্ট এন্ড ইমপিস্নমেনটেশন ব্রাঞ্চ-১ এর আদেশ বলে থাইল্যান্ডে প্রশিড়্গাণরত থাকায় এবং ইশরাত রেজা, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ১৫/০১/২০১২ তারিখ থেকে ২১/০৭/২০১২ তারিখ পর্যন্ত্ম মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় কমিশনের সভায় গর হাজির ছিলেন।

তবে মোঃ নাজমুল ইসলাম সরকার, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তার নিকট উক্ত তথ্য না থাকায় তিনি অভিযোগকারীর আবেদনের বিষয়ে তথ্য প্রেরণ করার জন্য শিড়্গা শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম কে অনুরোধ করেন তার জবাবে ০৫/০১/২০১২ তারিখের ০০.২০.১৫০০.০৪৩.০৫.০০৮.১১.২০ স্মারকমূলে শিড়্গা শাখা চট্টগ্রাম পত্রে উলেস্নখ করেন যে, শাহী কমার্শিয়াল কলেজের অধ্যড়্গ (ভারপ্রাপ্ত) এর বিরম্নদ্ধে এ কার্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী কমিশনার বেগম লুৎফুর নাহার কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত্ম প্রতিবেদনে কোন সুপারিশ/মতামত না থাকায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত্ম প্রদানের ড়্গেত্রে কোন বিশেস্নষণ করা হয়নি। যেহেতু প্রতিবেদনটি আমলে নেয়া হয়নি, তাই তথ্য প্রদান করার কোন যৌক্তিকতা নাই মর্মে কলেজের গভর্ণিং বডির প্রাক্তন সভাপতি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিড়্গা ও উন্নয়ন), চট্টগ্রাম অভিমত ব্যক্ত করেন। আর এ জন্য তিনিও কোন তথ্য প্রদান করতে পারেননি।

কমিশন অপর প্রতিপক্ষ জনাব শাহ্ মোঃ জিয়া উদ্দিন চৌধুরী, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম কেন তথ্য দিচ্ছে না তা জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, তিনি কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের পুত্র এবং ১৯৯৯ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাই তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (জ) ধারায় অপারগতা প্রকাশ করেন। যেহেতু উক্ত আইনে বলা আছে যে, কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। বর্ণিত আইনের ধারা উলেস্নখ করে তথ্য না দেয়ায় কমিশন ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হন। কারণ কলেজ কারো ব্যক্তিগত বিষয় বা সম্পদ নয়, এটি একটি প্রতিষ্ঠান।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীঅন্তে কমিশন আগামী ০৯/০২/২০১২ তারিখের মধ্যে যাচিত তথ্যাবলী অভিযোগকারীকে সরবরাহের জন্য অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), শাহী কমার্শিয়াল কলেজকে এবং আগামী ১২/০২/২০১২ তারিখের মধ্যে মোঃ নাজমুল ইসলাম সরকার, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম কে প্রাক্তন সহকারী কমিশনার বেগম লুৎফুর নাহার কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করেন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৩/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আমিনুল হক আমিন,
রেদওয়ান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল,
৯৭ নং মাজার কো-অপারেটিভ মার্কেট (২য় তলা),
থানাঃ দারুস্সস সালাম, মিরপুর-১,
ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ও
জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা
জেলা সমবায় কার্যালয়,
সমবায় ভবন (৩য় তলা), পস্নট-এফ/১০,
আগারগাঁও, সিভিক সেন্টার,
ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৬/০২/২০১২ খ্রিঃ

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আমিনুল হক আমিন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা, জেলা সমবায় কার্যালয়, সমবায় ভবন (৩য় তলা), পস্নট-এফ/১০, আগারগাঁও, সিভিক সেন্টার, ঢাকা-১২০৭ বরাবরে গত ২৩/০৬/২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন-

মিরপুর মাজার কো-অপারেটিভ মার্কেট সোসাইটি লিঃ এর ৮৭৮ নং সদস্য পদ সংক্রান্ত বিধিমালা/০৪ এর ১০ (৩) বিধিতে বাদী/বিবাদীর মধ্যে আপোষ করার ০৩/০৫/১০ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত নির্দেশ এর সার্টিফায়েড কপি ও অন্যান্য বর্ণিত বিষয়ের তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২৩/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২১-১২-২০১১ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্টপক্ষগণের প্রতি ০৯/০১/২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কিন্তু কমিশনের সমনের ভিত্তিতে ধার্য তারিখের পূর্বের দিন অভিযোগকারী হাজির হয়ে কমিশনের শুনানীকালে উপস্থিত থাকতে পারবেন না মর্মে দরখাস্ত প্রদান করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা, হাজির থাকলেও কমিশন পরবর্তী ০৬/০২/২০১২ তারিখে শুনানীর জন্য পুনরায় সমন জারী করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখে হাজির হয়ে অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা, বরাবর বর্ণিত ০১ টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করলে আপীল কর্তৃপক্ষ যুগ্ম নিবন্ধক তথ্য প্রদানের আদেশ প্রদান করলেও তিনি তা প্রাপ্ত হননি মর্মে কমিশনকে জানান এবং কাগজপত্র উপস্থাপন করেন।

অন্যদিকে শুনানীকালে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, বাদী তার সদস্যপদ বহালের নিমিত্ত বিভিন্ন আদালতে মামলা করে যাচ্ছে। বাদীর সদস্যপদ ফিরে পাওয়ার বিষয়ে আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকায় এ বিষয়ে তিনি কোন সিদ্ধান্ত দেননি বলে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ কমিশন অভিযোগকারীর কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই আগামী ০৮/০২/২০১২ তারিখের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী যাচিত তথ্যাবলী অভিযোগকারীকে প্রদান করে কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করেন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৪/২০১১

অভিযোগকারী ঃ জনাব সায়েমা আফরোজ,
মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন অফিসার,
‘বেলা’ (BELA),
বাড়ি-১৫/এ, সড়ক-৩,
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা,
ঢাকা-১২০৫।

প্রতিপক্ষ ঃ পারভীন সুলতানা
প্রসিকিউটিং অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর,
১৪১-১৪৩,
মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা),
ঢাকা ।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ০৬/০২/২০১২ খ্রিঃ

অভিযোগকারী জনাব সায়েমা আফরোজ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা বরাবরে গত ১৯/০৬/২০১১ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন-

ক) মহামান্য আদালতের কর্তৃক ঘোষিত আদেশের তারিখ হতে অর্থাৎ ১৭ মার্চ, ২০০৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি (১৯ জুন, ২০১১) পর্যন্ত কয়টি জাহাজের স্বপড়ো NOC প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা;

খ) NOC প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম;

গ) NOC এর জন্য আবেদনকারী ইয়ার্ডগুলোর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রদত্ত শর্তাবলী পূরণ করেছে তার

স্বপড়্গে পরিবেশ অধিদপ্তরের দালিলিক প্রমাণ;

ঘ) মোট আমদানীকৃত জাহাজের তালিকা (প্রকৃতি, ওজন ও বর্জ্য তালিকাসহ);

ঙ) আবেদনকৃত জাহাজের স্বপড়্গে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও বর্জ্যমুক্ত সনদের (বাসেল কনভেনশন অনুযায়ী) অনুলিপি;

চ) আমদানীকৃত জাহাজগুলো কোন্ দেশের পতাকাবাহী এবং দেশগুলো বাসেল কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত কিনা তার তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০১/০৮/২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপড়্গের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১৩/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২১-১২-২০১১ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্টপড়্গগণের প্রতি ০৯/০১/২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কিন্তু কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখের অভিযোগকারী হাজির থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির ছিলেন। এ কারণে কমিশন সংশিস্নষ্ট পড়্গগণকে পরবর্তী ০৬/০২/২০১২ তারিখে শুনানীর জন্য পুনরায় সমন জারী করার নির্দেশনা প্রদান করে।

শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখে অভিযোগকারীর প্রতিনিধি হিসেবে জনাব সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান হাজির হয়ে তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমুদ্র পরিবহন

অধিদপ্তর, ঢাকা, বরাবর বর্ণিত ০৬ ('ক' হতে 'চ' পর্যন্ত্ম) টি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও তথ্য পেতে ব্যর্থ হন।

অন্যদিকে শুনানীকালে প্রতিপক্ষের পারভীন সুলতানা, প্রসিকিউটিং অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি এ ধরণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের বিষয়ে অবগত হননি, কারণ তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে এ পদে নতুন । তবে তিনি বলেন যে, 'বেলা' কর্তৃক যাচিত তথ্য দিতে তার কোন আপত্তি নেই এবং বেলা চাইলে নথি দেখেও তথ্য সংগ্রহ করলে তার কোন বাধা থাকবেনা।

সিদ্ধান্ত্ম ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য প্রদানে ও গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বেলার মধ্যে আর কোন বাধা না থাকায় আগামী ২০ দিনের মধ্যে যাচিত তথ্যাবলী অভিযোগকারীকে প্রদান করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নথি প্রদর্শনের সুযোগ দিয়ে নির্দিষ্ট তারিখ উলেস্নখ করে 'বেলা' কে অবহিত করবে এবং 'বেলা' নির্ধারিত তারিখে (নোটশীট ব্যতিত) নথি পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করবে।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০১/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব পান্নালাল বাশফোর
কুমারখালী পৌরসভা,
হরিজন কলোনি,
পোঃ কুমারখালী,
থানাঃ কুমারখালী,
জেলাঃ কুষ্টিয়া ।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস নিভা রানী পাঠক্
প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া
জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব পান্নালাল বাশফোর, কুমারখালী পৌরসভা হরিজন কলোনি, পোঃ কুমারখালী, থানাঃ কুমারখালী, জেলাঃ কুষ্টিয়া গত ২২-১২-২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা ।

(খ) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা

দেখার সুযোগ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য আবেদন করেছেন।কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে,উক্ত সনের ভর্তি পরীক্ষা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এবংফলাফল জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সদস্য-সচিব হিসাবে তার নিকট ফলাফলসিট ছাড়া নম্বর পত্র/টেবুলেশন সিট এবং পরীক্ষার খাতা সংরক্ষিত নেই। সে কারণে তথ্য প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর বিভিন্ন আবেদনে তার স্বাক্ষর ভিন্ন রয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি

সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি কোন্ কোন্ পরীক্ষার্থীর খাতার প্রাপ্ত নম্বর দেখতে চান, তাদের নাম ও রোল নম্বর উলেস্নখ করেননি। আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষের নিকট চাহিত তথ্য না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্স্থ

অভিযোগকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর উলেস্নখপূর্বক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ খাতা দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার নির্দেশ প্রদান করা হলো। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারার বিধানানুসারে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০২/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব দেওয়ান আখতারম্নজ্জামান থানাপাড়া, জেলাঃ কুষ্টিয়া ।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস নিভা রানী পাঠক্ প্রধান শিক্ষক,কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব দেওয়ান আখতারম্নজ্জামান গত ২২-১২-২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা ।

(খ) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত্ম অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য আবেদন করেছেন।কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে,উক্ত সনের ভর্তি পরীক্ষা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এবংফলাফল জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সদস্য-সচিব হিসাবে তার নিকট ফলাফলসিট ছাড়া নম্বর পত্র/টেবুলেশন সিট এবং পরীক্ষার খাতা সংরক্ষিত নেই। সে কারণে তথ্য প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর বিভিন্ন আবেদনে তার স্বাক্ষর ভিন্ন রয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি কোন্ কোন্ পরীক্ষার্থীর খাতার প্রাপ্ত নম্বর দেখতে চান, তাদের নাম ও রোল নম্বর উলেস্নখ করেননি। আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষের নিকট চাহিত তথ্য না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর উলেস্নখপূর্বক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ খাতা দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার নির্দেশ প্রদান করা হলো। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারার বিধানানুসারে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০২/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব দেওয়ান আখতারুজ্জামান
থানাপাড়া, জেলাঃ কুষ্টিয়া ।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস নিভা রানী পাঠক্
প্রধান শিক্ষক,কুষ্টিয়া
জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব দেওয়ান আখতারুজ্জামান গত ২২-১২-২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা ।

(খ) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য আবেদন করেছেন।কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে,উক্ত সনের ভর্তি পরীক্ষা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এবংফলাফল জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সদস্য-সচিব হিসাবে তার নিকট ফলাফলসিট ছাড়া নম্বর পত্র/টেবুলেশন সিট এবং পরীক্ষার খাতা সংরক্ষিত নেই। সে কারণে তথ্য প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর বিভিন্ন আবেদনে তার স্বাক্ষর ভিন্ন রয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি কোন্ কোন্ পরীক্ষার্থীর খাতার প্রাপ্ত নম্বর দেখতে চান, তাদের নাম ও রোল নম্বর উলেস্নখ করেননি। আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষের নিকট চাহিত তথ্য না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর উলেস্নখপূর্বক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ খাতা দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার নির্দেশ প্রদান করা হলো। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারার বিধানানুসারে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৩/২০১২

অভিযোগকারীঃজনাব মোঃ হামিদুর হক
গ্রামঃ ফুলবাড়িয়া,
পোঃ জগতি,
থানাঃ + জেলাঃ কুষ্টিয়া।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস নিভা রানী পাঠক্
প্রধান শিক্ষক,কুষ্টিয়া
জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব মোঃ হামিদুর হক, গ্রামঃ ফুলবাড়িয়া, পোঃ জগতি, থানাঃ + জেলাঃ কুষ্টিয়াগত ২২-১২-২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা ।

(খ) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির। প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনে উলেস্নখ রয়েছে যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে,উক্ত সনের ভর্তি পরীক্ষা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এবংফলাফল জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সদস্য-সচিব হিসাবে তার নিকট ফলাফলসিট ছাড়া নম্বর পত্র/টেবুলেশন সিট এবং পরীক্ষার খাতা সংরক্ষিত নেই। সে কারণে তথ্য প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী গরহাজির থাকলেও অভিযোগকারীর আবেদনের বিষয় এবং অভিযোগ নম্বর ০১/২০১২ এবং ০২/২০১২এর বিষয়বস্তু একই রকম এবং প্রতিপক্ষ একই ব্যক্তি। প্রতিপক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি কোন্ কোন্ পরীক্ষার্থীর খাতার প্রাপ্ত নম্বর দেখতে

চান, তাদের নাম ও রোল নম্বর উলেস্নখ করেননি। আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষের নিকট চাহিত তথ্য না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত্ম

অভিযোগকারী গরহাজির থাকলেও যেহেতু,অভিযোগকারীর আবেদনের বিষয় এবং অভিযোগ নম্বর ০১/২০১২ এবং ০২/২০১২এর বিষয়বস্তু একই রকম এবং প্রতিপক্ষ একই ব্যক্তি, সেহেতু অভিযোগ নম্বর ০১/২০১২ এবং ০২/২০১২ এর সিদ্ধান্তে্মর আলোকে অভিযোগকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর উলেস্নখপূর্বক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ খাতা দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার এবং তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারার বিধানানুসারে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৪/২০১২

অভিযোগকারীঃজনাব মোঃ আব্দুল হাকিম
গ্রামঃ বালিয়ারকাঠি,
পোঃ খলিশাকোটা,
উপজেলাঃ বানারিপাড়া,
জেলাঃ বরিশাল।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস জাহান আরা বেগম,
উপ-সচিব, বন ও পরিবেশ
মন্ত্রণালয়, ঢাকা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, গ্রামঃ বালিয়ারকাঠি, পোঃ খলিশাকোটা, উপজেলাঃ বানারিপাড়া, জেলাঃ বরিশালগত ১৮-০৯-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়,ঢাকা বরাবর মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২৫-০১-২০১১, ১৫-০২-২০১১ ও ২০-০৪-২০১১ তারিখের প্রদত্ত নির্দেশের উপর এবং বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬-০৩-২০১১, ২৬-০৪-২০১১ এবং ১৫-০৫-২০১১ তারিখের প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক অভিযোগকারীর ২৪-০৪-২০১১, ০৭-০৫-২০১১, ০৮-০৬-২০১১ এবং ২০-০৭-২০১১ তারিখের দাখিলকৃত আপীল আবেদনের উপর বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার সঠিক তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের (সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়) নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের উপর এবং বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক অভিযোগকারীর ২৪-০৪-২০১১, ০৭-০৫-২০১১, ০৮-০৬-২০১১ এবং ২০-০৭-২০১১ তারিখের দাখিলকৃত আপীল আবেদনের উপর বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার সঠিক তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে সরবরাহ করা হয়নি। অপরপক্ষে প্রতিপক্ষ জানান, অভিযোগকারীর দাখিলকৃত আবেদন সুস্পষ্ট নয় বিধায় তার পক্ষে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। অপরপক্ষে আবেদনের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয় বিধায় প্রতিপক্ষের পক্ষে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারী সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করবেন এবং তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৫/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব মোঃ আবু তাহের
এমএলএসএস,
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র,
ডাক্তারপাড়া, ফেনী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী।
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবু তাহের, এমএলএসএস, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ডাক্তারপাড়া, ফেনী বিভাগীয় মামলার রায়ে উলেস্নখিত জালিয়াতির মাধ্যমে চাকরি লাভ সংক্রান্ত ইনকোয়ারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন (যার জন্য তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন) পাওয়ার জন্য গত ১৬-১১-২০১১ তারিখে উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী এবং মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার বরাবর বহুবার আবেদন করে কোন তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৬-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগটি দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, সড়ক দূর্ঘটনায় আহত অবস্থায় অফিসে অনুপস্থিতিকালীন সময়ে জালিয়াতির অভিযোগে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত্ম করা হয়। জালিয়াতি সংক্রান্ত্ম ইনকোয়ারী কর্মকর্তার তদন্ত্ম প্রতিবেদন (যার জন্য তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত্ম হন) পাওয়ার জন্য তিনি আবেদন দাখিল করেছেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন প্রতিকার পাননি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, চাকুরীতে অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে অসদাচরণের দায়ে অভিযোগকারীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত্ম করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, চাহিত তথ্য তার দপ্তরে সংরক্ষিত নেই। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর দপ্তরে সংরক্ষিত আছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ”ক” ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে থাকলে যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ”গ” ফরমে আপীল আবেদন দাখিল না করে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তাছাড়া উপ-পরিচালক জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, ফেনী এবং মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার বরাবর প্রেরিত আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর নেই এবং আবেদনকারীর ঠিকানা সঠিক নয়।

সিদ্ধান্ত্ম

অভিযোগকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সুনির্দিষ্টভাবে স্থায়ী ঠিকানা উলেস্নখপূর্বক স্বাক্ষর সম্বলিত নতুন করে আবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হলো দাখিলকৃত আবেদন প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীকেতথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ ধারা অনুসারে তথ্য সরবরাহপূর্বক

তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৬/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব শাহাদত আলী
বাসা নং-২৮৯,
রোড নং-০৭,
মূলাটোল, রংপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ ফেরদৌস আলম,
জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, বগুড়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব শাহাদত আলী, বাসা নং-২৮৯, রোড নং-০৭, মূলাটোল, রংপুরগত ০৪-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, বগুড়া বরাবর গত ০৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বগুড়া জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের চার্জ অফিসার জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার কর্তৃক রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার কাচু মৌজার জে এল নং ১৮ এর রেকর্ড সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পেয়ে তিনি ২৮-১২-২০১১ তারিখে আপীল আবেদন দাখিল করেন। অতপরঃ ১৫ (পনের) কার্য দিবস অপেক্ষা না করেই তিনি তথ্য কমিশনে ০৪-০১-২০১২ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির। প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর দাখিলকৃত আবেদনে উলেস্নখ রয়েছে যে, তিনি গত ০৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বগুড়া জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের চার্জ অফিসার জনেন্দ্র নাথ সরকার কর্তৃক রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার কাচু মৌজার জে এল নং ১৮ এর রেকর্ড সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ে আবেদন করেছেন। তিনি আরও উলেস্নখ করেন যে, অভিযোগকারী ডাকযোগে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন এবং চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। আবেদনকারী বরাবর সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে জমা দিবেন মর্মে জানান।

পর্যালোচনাঃ

অভিযোগকারী গরহাজির থাকলেও অভিযোগকারীর আবেদনের বিষয়, প্রতিপক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য সরবরাহ করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্তঃ

প্রতিপক্ষ কর্তৃক আবেদনকারীকে সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে সংরক্ষণ করার এবং একটি কপি অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৭/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব শ্রী স্বপন কুমার,
জি কে হরিজন কলনী,
কুষ্টিয়া।

প্রতিপক্ষঃ জনাব ডাঃ শেখ কেরামত আলী
অধ্যক্ষ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট
ট্রেনি স্কুল, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৪-০৮-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অধ্যক্ষ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) স্থায়ী পদে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপারের পদ সংখ্যা কত ?

(খ) বর্তমানে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপার পদে কতজন কাজ করে তাদের নামের তালিকা;

(গ) অস্থায়ী পদে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপার পদে কতজন কাজ করে তাদের নামের তালিকা ।

নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১০-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৪-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত্ম অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবরে স্থায়ী পদে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপারের পদ সংখ্যা, বর্তমানে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপার পদে কতজন কাজ করে, তাদের নামের তালিকা এবং অস্থায়ী পদে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপার পদে কতজন কাজ করে, তাদের নামের তালিকা চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে আবেদন গ্রহণকারীর স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু অফিসের সীলমোহর নেই এবং উক্ত স্বাক্ষরটি কার তা প্রতিপক্ষ সনাক্ত করতে পারেননি। অভিযোগকারীর আবেদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষ,মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, কুষ্টিয়া উলেস্নখ রয়েছে যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সঠিক নয় । অপরপক্ষে প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি

অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

<u>সিদ্ধান্ত</u>

অভিযোগকারী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো। প্রতিপক্ষকে চাহিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুসারে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনে অনুলিপি প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৮/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব গৌতম কুমার বিশ্বাস,
বড় ষ্টেশন রোড,
হরিজন চৈতন্য পলস্নী, কুষ্টিয়া।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মো: ওমর আলী
প্রধান পোষ্ট মাষ্টার,
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রধান পোষ্ট মাষ্টার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেনঃ

(ক) ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার এর পদ সংখ্যা কত ?

(খ) ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা এবং

(গ) ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে স্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা।

নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০৭-০৭-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রধান পোষ্ট মাষ্টার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া বরাবরে ঝাড়ুদার / ক্লিনার /সুইপারের পদ সংখ্যা, ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা এবং ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে স্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি উক্ত পদে নতুন যোগদান করায় এবং অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি তার নিকট উপস্থাপিত না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান সম্ভব হয়নি। তথ্য কমিশন হতে জারীকৃত সমন প্রাপ্তির পর চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ এবং তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর আবেদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রধান পোষ্ট মাষ্টার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া উলেস্নখ রয়েছে যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সঠিক ভাবে করা হয়নি । অপরপক্ষে প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে ১

(এক) কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার নির্দেশনা দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ তার কার্যালয়ে পত্রপ্রাপ্তি ও জারি সংক্রান্ত রেজিষ্টারটি হালনাগাদ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী সরবরাহপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৯/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান
(চেয়ারম্যান, সমবায় ব্যাংক লিঃ, বরিশাল),
৮/জি, কনকর্ড গ্র্যান্ড, ১৬৯/১, শান্তি নগর,
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব কবিরন্নল ইজদানী খান
প্রথম সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ৩০-১০-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেনঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "মালিকানা নীতি" আর্টিকেল ১৩ এর (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সমবায়

মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার

উপর আয়কর প্রযোজ্য কিনা এবং

(খ) আয়কর প্রযোজ্য হলে তার হার, ধাপ বা স্তর কত ?

নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ৩০-১১-২০১১ তারিখে সচিব, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ‘‘মালিকানা নীতি” আর্টিকেল ১৩ এর (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সমবায় মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার উপর আয়কর প্রযোজ্য কিনা এবং আয়কর প্রযোজ্য হলে তার হার, ধাপ বা স্তর কত তা জানতে চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, সংশিস্নষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হওয়ায় নতুন কাউকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি।

তিনি চাহিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনের জন্য ১ (এক) কপি নিয়ে এসেছেন। বিলম্বে তথ্য প্রদানের জন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হওয়ায় বর্তমানে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি। ফলে চাহিত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। বিলম্বে তথ্য প্রদানের জন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রতিপক্ষ চাহিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে ১ (এক) কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

প্রতিপক্ষকে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা দেয়া হলো । চাহিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনে ০১(এক) কপি দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ ইসহাক
এমডি,
এলিট ল্যাম্পস্ লিঃ, ১৯/৩,
পলস্নবী, মিরপুর,
ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষঃ জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ
মহাব্যবস্থাপক, শিল্পঋণ বিভাগ,
প্রধানকার্যালয়,
সোনালী ব্যাংক লিঃ, ৩৫-৪৪,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৫-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ০৭-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে মহাব্যবস্থাপক, শিল্পঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ৩৫-৪৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবর ব্যাংকের প্রভিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ রম্নগ্নশিল্প / প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যাহা ২০১১-২০১২ সালের অর্থ বাজেটে (বাজেট বক্তৃতা-১৯৩) ঘোষিত ১,৫৮৫ (একহাজার, পাঁচশত পঁচাশি) টি রম্নগ্নশিল্প / প্রকল্পের মূল ঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ

২,৫৯০ (দুইহাজার, পাঁচশত নব্বই) কোটি টাকার বিবরণের সত্যায়িত ডকুমেন্ট চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৬-০১-২০১২ তারিখে চেয়ারম্যান, সোনালী ব্যাংক লিঃ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ৩৫-৪৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৪-০২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগের বিষয়ে অধিকতর শুনানীর প্রয়োজন বিধায় উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের সময় প্রার্থনার প্রেক্ষিতে ০৩-০৫-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করা হয়।

শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কমিশনের প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে চাহিত তথ্য এবং আপীল আবেদনে উল্লেখিত তথ্যের মধ্যে গরমিল রয়েছে মর্মে স্বীকার করেন। তবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে চাহিত তথ্য আপীল আবেদনের ৫(৮) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্যের মধ্যে মিল রয়েছে। তাই ৫(১) হতে ৫(৭) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ৫(৮) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হলে, কোন আপত্তি থাকবে না বলে অভিযোগকারীর আইনজীবি কমিশনকে অবহিত করেন। রপ্তানিশিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোপূর্বে জনতা ব্যাংক কর্তৃক অনুরূপ তথ্য প্রদান করার দৃষ্টান্ত রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিপক্ষ নির্ধারিত সময়ে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানে ব্যর্থতা ও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে আপীল আবেদনে উলেস্নখিত ৫(৮) নং ক্রমিকে উলেস্নখিত তথ্য সোনালী ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে বলে অবহিত করেন। কমিশনের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জানান যে, তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে আদালতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহে আইনগত কোন বাধা নেই।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে চাহিত তথ্য এবং আপীল আবেদনে উলেস্নখিত তথ্যের মধ্যে গরমিল রয়েছে বিধায় প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। আপীল আবেদনের ৫(৮) নং ক্রমিকে উলেস্নখিত তথ্য সোনালী ব্যাংকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং উক্ত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা নিশ্চিত করা হলে, অভিযোগকারীর কোন আপত্তি থাকবে না মর্মে কমিশনকে অবহিত করা হয়। প্রতিপক্ষও চাহিত তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবেন মর্মে অঙ্গিকার করেছেন বিধায়, অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী আগামী ০৮-০৫-২০১২ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে আপীল আবেদনের ৫(৮) নং ক্রমিকে উলেস্নখিত তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে তথ্য কমিশন, ব্যাংকিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট ডিভিশন এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব প্রদীপশশী চাকমা,
গ্রামঃ মনাটেক,
ডাকঘর ও থানাঃ মহালছড়ি,
জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাবশুভাশীষ কমল
শাখা ব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্র্যাক,
মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৬/১০/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে তথ্যপ্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্র্যাক, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ব্র্যাক এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার ফটোকপি;

(খ) ব্র্যাক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী সঞ্চয় ও ঋণ পাশবহি ও বীমা খাত ব্র্যাক এলাকাঃ মহালছড়ি গ্রাম

সংগঠনের নামঃ মনাটেক, গ্রাম সংগঠনের নম্বরঃ ২১২৭ ক্ষুদ্র দল নং-০২ এর আওতাভুক্ত সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয়

কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যের কপি এবং

(গ) কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সদস্যদের সঞ্চয় আটকে রাখা হয়েছে উক্ত সিদ্ধান্তের কপি।

নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫-১২-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন।

আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ব্র্যাক এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার ফটোকপি,ব্র্যাক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী সঞ্চয় ও ঋণ পাশবহি ও বীমা খাত ব্র্যাক এলাকাঃ মহালছড়ি গ্রাম সংগঠনের নামঃ মনাটেক, গ্রাম সংগঠনের নম্বরঃ ২১২৭ ক্ষুদ্র দল নং-০২ এর আওতাভুক্ত সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যের কপি এবং কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সদস্যদের সঞ্চয় আটকে রাখা হয়েছে উক্ত সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে,অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য ০১-০৪-২০১২ তারিখে প্রদান করা হয়েছে এবং বিলম্বে তথ্য প্রদানের জন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তথ্য সরবরাহের বিষয়ে অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব প্রদীপশশী চাকমা,
গ্রামঃ মনাটেক,
ডাকঘর ও থানাঃ মহালছড়ি,
জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ মৃদুল কান্তি ত্রিপুরা
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা,
মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২৬-১০-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে তথ্যপ্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) জানুয়ারী/২০১১ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১ পর্যন্ত সরকারীভাবে মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স- এ যে সব

ঔষধ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর পরিমাণসহ নামের তালিকার কপি এবং

(খ) মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স থেকে রোগীদের ঔষধ ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের নীতিমালার কপি ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫-১২-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন ।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত্ম অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জানুয়ারী/২০১১ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১ পর্যন্ত্ম সরকারীভাবে মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স- এ যে সব ঔষধ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর পরিমাণসহ নামের তালিকার কপি এবং মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স থেকে রোগীদের ঔষধ ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের নীতিমালার কপি চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং বিলম্বে তথ্য প্রদানের জন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তথ্য সরবরাহের বিষয়ে অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্ত্মে অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব সম্মান চাকমা,
গ্রাম- খবংপড়িয়া,
ডাকঘর ও উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর,
জেলা- খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষঃ জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি),
উপজেলা ভূমি অফিস,খাগড়াছড়ি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি বরাবর পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলায় অ-উপজাতীয়দের ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য সরকারী সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে আবেদন করেন।

উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি এর অফিস সহকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় আবেদনকারী আপীল আবেদন না করেই গত ১০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ডাকযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলায় অ-উপজাতীয়দের ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য সরকারী সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে আবেদন করলেও আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি ।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সংশিস্নষ্ট অফিস সহকারীকে কেন আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনকে স্মারকের অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন এবং তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন। অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অভিযোগকারীর আবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের সংশোধিত সংবিধানে অ-উপজাতীয় বলে কোন জাতি-গোষ্ঠী নেই। সুতরাং এ বিষয়ে সঠিক শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে কমিশন মন্তব্য করেন।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার এবং আপীলেও কোন প্রতিকার না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ভবিষ্যতে যথাযথভাবে আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে সতর্ক করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৪/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব বিদর্শন চাকমা,	**প্রতিপক্ষঃ** জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম
গ্রাম- খবংপড়িয়া,	সহকারী কমিশনার (ভূমি),
ডাকঘর ও উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর,	উপজেলা ভূমি অফিস,খাগড়াছড়ি
জেলা- খাগড়াছড়ি।	ও
	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ২৬৫ নং বাঙ্গালকাঠি মৌজার খবংপড়িয়ার নারানখাইয়া খাল (নাশী) এর মানচিত্রের কপি।

(খ) নারানখাইয়া খালের পারে খাল ভরাট করে কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তেতে বাড়ী নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে তার

সিদ্ধান্তের কপি।

উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি এর অফিস সহকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় আবেদনকারী আপীল আবেদন না করেই গত ১০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত্ম অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে তার ভাই রিপন চাকমা ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর পক্ষে রিপন চাকমা তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ডাকযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে ২৬৫ নং বাঙ্গালকাঠি মৌজার খবংপড়িয়ার নারানখাইয়া খাল (নাশী) এর মানচিত্রের কপি এবং নারানখাইয়া খালের পারে খাল ভরাট করে কোন সিদ্ধান্েত্মর ভিত্তেতে বাড়ী নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে তার সিদ্ধান্েত্মর কপি চেয়ে আবেদন করলেও আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি ।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সংশিস্নষ্ট অফিস সহকারীকে কেন আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনকে স্মারকের অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন এবং তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন। অভিযোগকারী আপীল

আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার এবং আপীলেও কোন প্রতিকার না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব রিপন চাকমা,
গ্রাম- খবংপড়িয়া,
ডাকঘর ও উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর,
জেলা- খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষঃ জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি),
উপজেলা ভূমি অফিস,খাগড়াছড়ি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার নীতিমালার কপি।

(খ) বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ কিনা সরকারী সিদ্ধান্তের কপি।

উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি এর অফিস সহকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় আবেদনকারী আপীল আবেদন না করেই গত ১০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ডাকযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার নীতিমালার কপি এবং বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ কিনা সরকারী সিদ্ধান্তের কপি চয়ে আবেদন করলেও আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি ।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সংশিস্নষ্ট অফিস সহকারীকে কেন আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনকে স্মারকের অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন এবং তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন। অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে সংশিস্নষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার এবং আপীলেও কোন প্রতিকার না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব রিপন চাকমা,
গ্রাম- খবংপড়িয়া,
ডাকঘর ও উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর,
জেলা- খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষঃ জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি),
উপজেলা ভূমি অফিস,খাগড়াছড়ি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি বরাবর ২৬৫ নং বাঙ্গালকাঠি মৌজায় কি পরিমান খাস জমি রয়েছে, কোথায় কোথায় রয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কপি চেয়ে আবেদন করেন।

উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি এর অফিস সহকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় আবেদনকারী আপীল আবেদন না করেই গত ১০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ২৬৫ নং বাঙ্গালকাঠি মৌজায় কি পরিমান খাস জমি রয়েছে এবং কোথায় কি পরিমান জমি আছে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কপি সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবর আবেদন করেন। তিনি ডাকযোগে আবেদন করলেও আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি ।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সংশিস্নষ্ট অফিস সহকারীকে কেন আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি, সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করেন এবং চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন । অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন, যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, প্রতিপক্ষকে সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৭/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব মোঃ কামরম্নল ইসলাম রতন
উপজেলা প্রতিনিধি,
দৈনিক ইনকিলাব,
স্টেশন রোড, মোহনগঞ্জ,
নেত্রকোনা।

প্রতিপক্ষঃ জনাব ডাঃ এম.এ.রাজ্জাক
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ,
জেলা-নেত্রকোনা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৫-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২৯-১১-২০১১ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা বরাবর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রোগীনি নারগিছ আক্তার (জরম্নরী বিভাগের রেজি নং- ১৩৪৮/০৩ তারিখ ১৯-১০-১১) এর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৩-০২-২০১২ তারিখে সিভিল সার্জন, সিভিল সার্জন অফিস, নেত্রকোনা বরাবর আপীল আবেদন করেন। অতঃপর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ ২৫-০২-১২ তারিখের নং- উঃস্বাঃকঃমোহন ১২-২৫২ নং স্মারকে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করলে

প্রেরিত তথ্য সঠিক নয় মর্মে তিনি ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত রেজিস্টারের কপির প্রিন্ট সংযুক্ত করেন।

বিলম্বে তথ্য প্রদান এবং ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করায় আবেদনকারী গত ০৪/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য করে সমন জারী করা হয়। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির। তবে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী গরহাজির থাকায় এবং কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সার্ভিস রিটার্ণ না পাওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে অধিকতর শুনানীর জন্য ০৩-০৫-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা বরাবর যে তথ্যের জন্য আবেদন করেছিলেন, তা তাকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এর সপক্ষে তিনি লিখিত প্রমাণপত্র তথ্য কমিশনে দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের বিরম্নদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই মর্মে অবহিত করেন।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে, চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। তিনি আরো জানান যে, বর্তমানে সরকারী হাসপাতালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রিন্টেড রেজিস্টার সরবরাহ করা হচ্ছে না।

ফলে তার পক্ষে হাসপাতালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রিন্টেড রেজিস্টার সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন । অভিযোগকারী সরবরাহকৃত তথ্য পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন। অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত 'ক' ফরমে আবেদন করেন নি, যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী নির্ধরিত 'ক' ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। প্রতিপক্ষকে হাসপাতালে প্রিন্টেড রেজিস্টার সরবরাহ করার জন্য সিভিল সার্জনকে পত্র প্রেরণপূর্বক মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিস্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো।

স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৮/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব মোঃ আব্দুল হক
গ্রাম- হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড,
থানা ও জেলা- কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষঃ জনাব মোঃ মুর্শেদ আলী
সচিব, বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ,
উপজেলা-কটিয়াদী,
জেলা-কিশোরগঞ্জ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে সচিব, বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ বরাবর ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স এসেসমেন্ট ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেন।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংশিস্নষ্ট ইউপি সচিব ও ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক খারিজ হবার পর আবেদনকারী গত ০৭-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, সচিব, বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ বরাবরে ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স এসেসমেন্ট ও আদায় সংক্রান্ত কপি চয়ে ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি উলেস্নখ করেন যে, মোঃ হাবিবুর রহমান, চেয়ারম্যান, ১নং বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-কটিয়াদী, জেলা- কিশোরগঞ্জ অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করেছেন।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যের বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করলে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয় বলে চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশ দেয়া হয়। চেয়ারম্যানের বক্তব্যই আবেদনের পাশে উলেস্নখ করে অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর আবেদনের বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয় এবং তিনি আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে আপীল করেননি। আইনগতঃ দিক থেকে অভিযোগকারী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তার অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় অভিযোগটি খারিজযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পুণরায় আবেদন করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৯/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব কে এইচ নাজির আহমেদ মোক্তার,
বাগমারা, শ্রীপুর, গাজীপুর ।

প্রতিপক্ষঃ ১। মোঃ আনিছুর রহমান
মেয়র
শ্রীপুর পৌরসভা,
গাজীপুর ।

২। মোঃ মনিরুজ্জামান শিকদার
সচিব
শ্রীপুর পৌরসভা,
গাজীপুর ।

৩। আব্দুল মোমেন
টিকাদানকারী
শ্রীপুর পৌরসভা,
গাজীপুর ।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২/১১/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে হারুনুর রশিদ, সহকারী প্রকৌশলী, শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর বরাবর **২০১০-**

২০১১ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ (টেন্ডার ছাড়া ও টেন্ডারসহ) এবং শ্রীপুর পৌরসভার নামফলকে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামকরণ কোন তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে তার বিবরণের তথ্যের জন্য আবেদন করেন।

আবেদনকারী যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ১২/০২/২০১২ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ মেয়র, শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৫/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৪-০৪-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৫-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হরতালের কারণে সঠিক সময় সমন প্রাপ্ত না হওয়ায়গরহাজির থাকেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ এ কে এম হারম্ননুর রশীদ, সহকারী প্রকৌশলী, শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নন। তথ্য কমিশন শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম জানতে চাইলে তিনি উক্ত পৌরসভার টিকাদানকারী জনাব আব্দুল মোমেন এর নাম উলেস্নখ করেন। অভিযোগকারী সঠিক সময়ে সমন প্রাপ্ত না হওয়ার কারণ বিবেচনায় পরবর্তী তারিখ ২৩/০৫/২০১২ খ্রিঃ প্রতিপক্ষের জবাব দাখিল ও শুনানীর জন্য দিন ধার্য করা হয়। সংশিস্নষ্টদের প্রতি পুনরায় সমন জারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরবর্তী শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দ্বিতীয়পক্ষ মোঃ মোমেন, টিকাদানকারী, শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর উপস্থিত হন। অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ

করেন যে, তিনি তার যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হননি। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে টিকাদানকারী জনাব আব্দুল মোমেন হাজিরা প্রদান করে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের সমন প্রাপ্ত হওয়ার পর শ্রীপুর পৌরসভার মেয়র চিঠিটি পৌরসভার সচিব কে মার্ক করেন এবং সচিব, শ্রীপুর পৌরসভা তা আব্দুল মোমেন কে মার্ক করে কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করায় তিনি হাজির থাকেন। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীপুর পৌরসভায় তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী এখন পর্যন্ত কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে টিকাদানকারীকে নির্ধারণ করে কমিশনে প্রেরণ করায় কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং মেয়র ও সচিব শ্রীপুর পৌরসভা কে পরবর্তী ২০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ প্রতিপক্ষের জবাব দাখিল ও শুনানীর জন্য দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

শুনানীর জন্য ধার্য ২০/০৬/২০১২ তারিখের সকল পক্ষ উপস্থিত হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্যে বলেন যে, তিনি তার যাচিত তথ্যের আংশিক পেয়েছেন। অপরদিকে মেয়র শপথপূর্বক বলেন যে,অভিযোগকারীর যাচিত সকল তথ্য প্রস্তুত করা আছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছে এবং প্রতিপক্ষ জনাব আনিসুর রহমান, মেয়র, শ্রীপুর পৌরসভা, শ্রীপুর, গাজীপুর বাকী তথ্য দিতে সম্মত আছে।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ১০ ধারার মর্মার্থ অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার সচিব হবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং মেয়র আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবেন। এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারী করে সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দিতে এবং তথ্য কমিশনকে অবহিত করতে হবে। এছাড়া শ্রীপুর পৌরসভা কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ (টেন্ডার ছাড়া/টেন্ডারসহ) আগামী ২৭/০৬/২০১২ তারিখের মধ্যে আইনানুগ তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি দিয়ে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব রিপন চাকমা
গ্রামঃ খবংপড়িয়া,
ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর,
জেলাঃ খাগড়াছড়ি

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব তরুন্নণ কুমার ভট্টাচার্য
সাধারণ সম্পাদক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
জেলা ক্রীড়া সংস্থা,
খাগড়াছড়ি।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব রিপন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি গত ২৬-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব তরুন্নণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি বরাবরে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে জেলা ক্রীড়া সংস্থা,

খাগড়াছড়ি এর কার্যালয়ে কি কি খেলার সামগ্রী সরকার থেকে বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং সেগুলো কিভাবে, কোথায় কোথায় বন্টন করা হয়েছে তার অনুলিপি চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন (আপীল আবেদনে উলেস্নখিত তারিখ অস্পষ্ট)। আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২৮-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৪-০৪-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩/০৫/২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব রিপন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি অসুস্থতাজনিত কারণে সময় প্রার্থনা করে গরহাজির। অভিযোগকারীর সময় প্রার্থনার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ জনাব তরম্নণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়িকে তা জানিয়ে দেওয়ায় তিনিও গরহাজির। অভিযোগকারীর সময়ের আবেদন মঞ্জুর করতঃ ২৩/০৫/২০১২ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য্য করে পুনরায় সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব রিপন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি হাজির থাকলেও প্রতিপক্ষ তরম্নণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি কমিশনের শুনানীর তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে সময় প্রার্থনা করে গরহাজির। প্রতিপক্ষের সময়ের আবেদন মঞ্জুর করতঃ ২০/০৬/২০১২ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য্য করে পুনরায় সমন জারী করা হয়।

কমিশনের ০৬/০৬/২০১২ তারিখে জারিকৃত সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব রিপন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে ই-মেইল প্রেরণ করে গরহাজির এবং প্রতিপক্ষ জনাব তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করেছেন মর্মে ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগের শুনানীতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে অব্যাহতি পাবার জন্য আকুল আবেদন করেন (১৯/০৬/২০১২ তারিখ বিকাল ৪:৫০ ঘটিকায় প্রেরিত ই-মেইল বার্তা)।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরদাখিলকৃত কাগজপত্রাদি এবং অভিযোগকারীর ১৯/০৬/২০১২ তারিখে প্রেরিত ই-মেইল বার্তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তির জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, যেহেতু অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, সেহেতু অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব বিদর্শন চাকমা

গ্রামঃ খবংপড়িয়া,

ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর,

জেলাঃ খাগড়াছড়ি

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব তরম্নণ কুমার ভট্টাচার্য

সাধারণ সম্পাদক

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

জেলা ক্রীড়া সংস্থা,

খাগড়াছড়ি।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি গত ২৬-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব তরম্নণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি বরাবরে নিম্নোক্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০১১-২০১২ অর্থবছরের তাঁর কার্যালয়ে কোন কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ এসেছে তার তালিকা;

২) কোন কোন খাতে এই অর্থ ব্যয় হবে তার সিদ্ধান্তের কপি।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯/০২/২০১২ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২৮-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৪-০৪-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩/০৫/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি এর এইচএসসি পরীক্ষা চলমান থাকার কারণে সময় প্রার্থনা করে গরহাজির। অভিযোগকারীর সময় প্রার্থনার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ জনাব তরম্নণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়িকে তা জানিয়ে দেওয়ায় তিনিও গরহাজির। অভিযোগকারীর সময়ের আবেদন মঞ্জুর করতঃ ২৩/০৫/২০১২ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য্য করে পুনরায় সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি হাজির থাকলেও প্রতিপক্ষ তরম্নণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি কমিশনের শুনানীর তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে সময় প্রার্থনা করে

গরহাজির। প্রতিপড়্গোর সময়ের আবেদন মঞ্জুর করতঃ ২০/০৬/২০১২ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য্য করে পুনরায় সমন জারী করা হয়।

কমিশনের ০৬/০৬/২০১২ তারিখে জারিকৃত সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে ই-মেইল প্রেরণ করে গরহাজির এবং প্রতিপড়্গা জনাব তরম্নণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করেছেন মর্মে ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগের শুনানীতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে অব্যাহতি পাবার জন্য আকুল আবেদন করেন (১৯/০৬/২০১২ তারিখ বিকাল ৪:৫০ ঘটিকায় প্রেরিত ই-মেইল বার্তা)।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরদাখিলকৃত কাগজপত্রাদি এবং অভিযোগকারীর ১৯/০৬/২০১২ তারিখে প্রেরিত ই-মেইল বার্তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তির জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপড়্গা যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, যেহেতু অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, সেহেতু অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গারিত/- স্বাড়্গারিত/- স্বাড়্গারিত/-

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম) **(মোহাম্মদ আবু তাহের)** **(মোহাম্মদ জমির)**

তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব আব্দুল মোমিন

(সাংবাদিক, প্রথম আলো)

পিতা- মোঃ আব্দুল মান্নান

গ্রামঃ দিঘী, পোঃ গড়পাড়া,

উপজেলাঃ সদর,

জেলাঃ মানিকগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষঃ ১। জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান

উপজেলা প্রকৌশলী

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়,

সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

২। জনাব মোঃ শাহজাহান মোলস্না

নির্বাহী প্রকৌশলী

এলজিইডি, মানিকগঞ্জ

ও

আপীল কর্তৃপড়্গ।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী ওদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ বরাবরে নিম্নোক্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরসহ বর্তমানে পরিচালিত এডিবি অন্যান্য তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের নামের তালিকা;

২) প্রতিটি প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দকৃত চাল, গম বা টাকার পরিমাণ কত।

অভিযোগকারী যাচিত তথ্য না পেয়ে ২০/০৩/২০১২ তারিখে জনাব মোঃ শাহজাহান মোলস্না, নির্বাহী প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-০৬-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত্ম অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২০-০৬-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তবে অভিযোগকারী কী কী তথ্য প্রাপ্ত হননি কমিশন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইলে তিনি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। এছাড়াও কমিশন অভিযোগকারীর 'ক' ফরম ও 'গ' ফরমে যাচিত তথ্যসমূহ একই নয় বলে উলেস্নখ করে। শুনানীকালে অভিযোগকারী তাঁর আবেদনে উলেস্নখিত ''এডিবি'' শব্দটির পরিবর্তে ''এডিপি'' এর প্রকল্পসমূহ হবে বলে কমিশনকে অবহিত করেন। অপরদিকে জনাব

মোঃ জিয়াউর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী ওদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ শপথপূর্বক তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত ১৫ পৃষ্ঠার তথ্যাবলী ইতোমধ্যে নিজ খরচে সরবরাহ করেছেন। আবার জনাব মোঃ শাহজাহান মোলস্না, নির্বাহী প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জতার বক্তব্যে বলেন যে, তাঁর নিকট অভিযোগকারী আপীল আবেদন করার পরদিনই সংশিস্নষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে পত্র প্রদান করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্যের আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু কোন তথ্য তিনি পাননি তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেননি এবং প্রতিপড়্গ জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী ওদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ বিনামূল্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

সিদ্ধান্ত্ম

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর নিকট সরবরাহকৃত ১৫ (পনের) পৃষ্ঠা তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত্ম) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবারহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের পর সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি ও সরকারী কোষাগারে জমা দানের প্রমাণাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো। এছাড়া যাচিত ০৩ (তিন) অর্থবছরের প্রকল্পসমূহের তালিকা অফিসের নোটিশ বোর্ডে সর্বসাধারণের জন্য টানিয়ে রাখার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি দিয়ে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

<u>অভিযোগ নং ঃ ২৩/২০১২</u>

অভিযোগকারীঃ জনাব আব্দুল মোমিন,
পিতা-মোঃ আব্দুল মান্নান
(সাংবাদিক, প্রথম আলো)
গ্রামঃ দিঘী, পোঃ গড়পাড়া,
উপজেলাঃ সদর,
জেলাঃ মানিকগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষঃ ১। জনাব মোঃ আঃ বাছেদ
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা,
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কার্যালয়,
সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

২। জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম
জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও)
মানিকগঞ্জ
ও

আপীল কর্তৃপক্ষ।

রায়

(তারিখঃ ২০ জুন, ২০১২)

কমিশন সভার ০৬/০৬/২০১২ তারিখের ২০ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে ২০-০৬-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখে উভয় পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী জনাব আব্দুল মোমিন এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী, জনাব আব্দুল মোমিন পিতা-মোঃ আব্দুল মান্নান, (সাংবাদিক, প্রথম আলো), গ্রামঃ দিঘী, পোঃ গড়পাড়া, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিগত ২৬/০৪/২০১২ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবরে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, তিনি গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ এর নিকটনিম্নোক্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) **২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরসহ বর্তমানে পরিচালিত কাবিখা, কাবিটা, সাধারণ টিআর ও বিশেষ টিআর সহ সকল ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসৃজন কর্মসূচী প্রকল্পের নামের তালিকা; এবং**

২) **প্রতিটি প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দকৃত চাল, গম বা টাকার পরিমাণ কত ?**

কিন্তু যাচিত তথ্য না পেয়ে ২০/০৩/২০১২ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার জেলা ত্রাণ ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপড়্গা জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম বরাবরে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ২৪(১)(২)ধারা অনুযায়ী আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও নির্ধারিত সময়ের মাঝে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১)(২)(৩) ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানী তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে শপথগ্রহণপূর্বকএকই বক্তব্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন করেন এবং যাচিত তথ্য প্রাপ্তির আদেশ চেয়ে প্রার্থনা করেন ।

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আঃ বাছেদ এর বক্তব্য।

অভিযোগকারীর বক্তব্য উপস্থাপনের পর, প্রতিপক্ষ, সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাবলী তিনি প্রস্তুত করে নিজের কাছে সংরড়্গাণ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন আবেদনকারী অফিসে তথ্য নিতে আসবেন এবং তখন তিনি সংরড়্গিত তথ্যগুলো প্রদান করবেন। তিনি কেন যাচিত তথ্য সংরড়্গাণ করে আবেদনকারীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করেননি কমিশনের এ প্রশ্নের কোন যুক্তিসংগত জবাব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদান করতে পারেননি। আপীল কর্তৃপড়্গা ও জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও যাচিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পড়েছেন কিনা কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে জনাব মোঃ আঃ বাছেদ আইনটি পড়েননি বলে দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ ও ড়্গমা প্রার্থনা করেন।

মানিকগঞ্জ জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ মোঃ শরিফুল ইসলাম এর বক্তব্য।

জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে জানান যে, তিনি অভিযোগকারীর আপীল আবেদন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করার জন্য ২০/০৩/২০১২ তারিখের জেপ্রমা/ত্রাণ-২০/২০০৮/১২/২১৬ নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিচার্য বিষয়।

১) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল কি না?

২) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না?

৩) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা না হলে আইনের ৯(৩) ধারা অনুসারে ১০(দশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে সরবরাহ না করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে কি না?

৪) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারা অনুসারে যাচিত তথ্য সরবরাহ করতে কোন বিধি নিষেধ ছিল কিনা ?

৫) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মানিকগঞ্জ জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মাঝে তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে কি না ?

প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশেস্নষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা।

(ক) তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগ এবং শুনানীকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং কমিশনের নিকট দাখিলকৃত নথিপত্র ও অন্যান্য দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগে উলেস্নখিত আবেদনকারীর চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল।

(খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মাঝে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি, যা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এতদ্ব্যতীত কি কারণে তথ্য প্রদান করা হয়নি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৩) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়নি।

(গ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত বিধি নিষেধ চাহিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

(ঘ) আবেদনকারী তাঁর যাচিত তথ্য না পেয়ে ২০/০৩/২০১২ তারিখে আপীল কর্তৃপড়্গ ও মানিকগঞ্জ জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন কর্মকর্তা জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপড়্গ অভিযোগকারীর আপীল আবেদন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করার জন্য ২০/০৩/২০১২ তারিখের জেপ্রমা/ত্রাণ-২০/২০০৮/১২/২১৬ নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ, আপীল কর্তৃপড়্গের নির্দেশনা উপেড়্গা করে এবং তথ্য অধিকার আইন অমান্য করে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(ঙ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাজনাব মোঃ আঃ বাছেদতথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কথা কমিশনের নিকট স্বীকার করেন। তিনি আইনটি ভালভাবে না বুঝার কারণে যথাসময়ে তথ্য প্রদান করা হয়নি বলে তথ্য

কমিশনের নিকট দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন।

আদেশ

যেহেতু, অভিযোগে উলেস্নখিত আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি; এবং যেহেতু, কি কারণে তথ্য প্রদান করা হয়নি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৩) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়নি;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য সরবরাহে বিধি নিষেধ যাচিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়;

যেহেতু, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাজনাব মোঃ আঃ বাছেদ, আপীল কর্তৃপড়্গের নির্দেশনা উপেড়্গা করে তথ্য অধিকার আইন অমান্য করেছেন এবং অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাজনাব মোঃ আঃ বাছেদতথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কথা কমিশনের নিকট স্বীকার করেন এবং দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে অঙ্গীকার করেছেন;

সেহেতু,

(ক) কমিশন কর্তৃক রায় ঘোষণার তারিখ থেকে পরবর্তী ০৪ (চার) দিনের মাঝে অর্থাৎ আগামী ২৪.০৬.২০১২ তারিখ বা তৎপূর্বে অভিযোগকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। অভিযোগকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহের বিষয়টি আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ কে ব্যক্তিগতভাবে তদারকি ও নিশ্চিত করার জন্য বলা হলো।

(খ) কমিশনের সার্বিক বিবেচনায় যদিও সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ এর অপরাধ গুরুতর, তথাপি, কমিশনের নিকট তিনি দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় কমিশন নমনীয় হয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(১)(খ)(ঙ) ধারা অনুসারে সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ কে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) ধারা অনুসারেজরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবারহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি ও সরকারী কোষাগারে জমা দানের প্রমাণাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো।

(ঘ) কমিশনের প্রদত্ত রায় যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রদানের জন্য কমিশনের বিচারিক কাজে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাকে বলা হলো।

স্বাক্ষরিত/- স্বাক্ষরিত/- স্বাক্ষরিত/-

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম) **(মোহাম্মদ আবু তাহের)** **(মোহাম্মদ জমির)**

তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব নির্মল বড়ুয়া মিলন,
পিতা-মৃত রম্নহিনী রঞ্জন বড়ুয়া,
সাং-রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল এলাকা,
থানাঃ কোতয়ালী,
পোঃ-রাঙ্গামাটি,
উপজেলা-রাঙ্গামাটি সদর,
জেলা-রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব বরম্নন দেওয়ান
সাধারণ সম্পাদক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
জেলা ক্রীড়া সংস্থা,
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব নির্মল বড়ুয়া মিলন, পিতা-মৃত রন্নহিনী রঞ্জন বড়ুয়া, সাং-রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল এলাকা, থানাঃ কোতয়ালী, পোঃ-রাঙ্গামাটি, উপজেলা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা গত ২৬-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব বরম্নন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-খাগড়াছড়ি বরাবরে নিম্নোক্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) রাঙ্গামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে বরাদ্ধকৃত অর্থের পরিমাণ কত;

২) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ খরচের খাতওয়ারী বিস্ত্মারিত বিবরণী অর্থগ্রহণকারীদের নাম ও যোগযোগের মোবাইল নং, অর্থ গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান হলে সেই প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও ফোন নম্বর;

৩) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য নিয়োগকৃত জুডো প্রশিক্ষকের নাম ও সহকারী জুডো প্রশিক্ষকের নাম, নিয়োগ দাতা সংস্থার নাম জুডো প্রশিক্ষক ও সহকারী জুডো প্রশিক্ষকের যোগ্যতাঁর সনদ পত্রের ছায়া কপি;

৪) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশ গ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা;

৫) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলাকালিন সময় নিয়োগকৃত কর্মচারীদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং;

৬) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে শেষে জুডো প্রশিক্ষক কর্তৃক তৈরীকৃত সকল প্রতিবেদন এর ছায়া কপি;

৭) রাঙ্‌মাটি জেলায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পরিচালনাকারী জুডো উপ কমিটির সকল সদস্যদের নাম, যোগযোগের ঠিকানা, মোবাইল নং, কমিটির সদস্যদের জুডো সম্পর্কিত যোগ্যতাঁর সনদ পত্রের ছায়া কপি;

৮) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলাকালিন সময় অংশ গ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের ভিতর কেই আহত বা নিহত হয়ে থাকলে তাঁর নাম, ঠিকানা, সু-চিকিৎসা বিস্থারিত বিবরণীসহ পরবর্তী পদক্ষেপ কি তাঁর বিবরণী;

৯) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য তৈরীকৃত ক্রীড়া সামগ্রীর নামের তালিকা ও তৈরীকৃত সামগ্রী সমূহ কোথায় এসবের দায়িত্বে কে বা কারা আছে তাঁর বিবরণী ।

নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পেয়ে তিনি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা ক্রীড়া সংস্থা রাঙামাটি পার্বত্য জেলা বরাবরে ১৬-১০-২০১১ তারিখে আপীল আবেদন দাখিল করেন। অতঃপর তিনি তথ্য কমিশনে ২০-১২-২০১১ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন। ২১/১২/২০১১ তারিখের সভায় অভিযোগকারীকে সংশিস্নষ্ট জেলার জেলা ক্রীড়া অফিসারের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করার জন্য এবং তথ্য প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হলে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবরে অভিযোগ দাখিল করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে পত্র প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্য না পেয়ে পুনরায় তথ্য কমিশনে ০৩/০১/২০১২ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন।

উক্ত অভিযোগটি ইতোপূর্বে তথ্য কমিশনের ২১/১২/২০১১ ও ১১/০৩/২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয়। কমিশনের ১১/০৩/২০১২ তারিখ সভায় রাঙ্গামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি জানতে চেয়ে জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটিকে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্থ গৃহীত হয়। কমিশনের নির্দেশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি প্রেরণ করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্থ অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী জনাব নির্মল বড়ুয়া মিলন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করেও যাচিত সম্পূর্ন তথ্য পাননি।

প্রতিপক্ষ জনাব বরুন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-খাগড়াছড়ি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য গত ০৪/০৭/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে সরবরাহ করে তাঁর অনুলিপি অভিযোগকারীকে প্রদান করেছেন। অভিযোগকারীর আবেদনে উল্লেখিত বিষয় সুস্পষ্ট না থাকায় এবং প্রশ্নসমূহ সঠিকভাবে না বোঝার কারণে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আবেদনের বিষয়টি বর্তমানে স্পষ্ট হওয়ায় তিনি অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করবেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদির আংশিক তথ্য পেয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি তথ্য কমিশনকে নিশ্চিত করেছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

প্রতিপক্ষকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস জুয়েল
প্রতিনিধি,
দৈনিক সকালের খবর, গাইবান্ধা,
মুন্সিপাড়া, পোঃ গাইবান্ধা,
উপজেলা ও জেলাঃ গাইবান্ধা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,
গাইবান্ধা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস জুয়েল, প্রতিনিধি, দৈনিক সকালের খবর, গাইবান্ধা, মুন্সিপাড়া, পোঃ গাইবান্ধা, উপজেলা ও জেলাঃ গাইবান্ধা। অভিযোগকারী গত ০৭/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গাইবান্ধা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন-

১) দরপত্র নম্বর-০১-জি/২০১১-২০১২ এ "কাটাখালী নদীর ভাঙন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালেরপাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প" এর আওতায় কি ধরনের কাজ করা হবে ?

২) প্রকল্পের দরপত্র আহবান, দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান কি কি নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করা হয়েছে ?

৩) দরপত্র খোলার পর প্রতিটি গ্রুপে দরপত্রে অংশগ্রহণ করা ঠিকাদারদের দরের সি.এস রেকর্ড (ঠিকাদার বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এবং তাদের স্বাক্ষর করা) এর ফটোকপি;

৪) প্রতিটি গ্রুপের কার্যাদেশ মূল্য কত ?

তিনি প্রয়োজনে উপরে উল্লেখিত ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর ক্রমিকের তথ্য ফাইল দেখে পেতে চান।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী ও তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গাইবান্ধা পওর বিভাগ, পাউবো, গাইবান্ধা অভিযোগকারীকে গত ২৬/০২/২০১২ তারিখ আই-২/৫১৮ নং স্মারকমূলে যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করেন।

তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন মর্মে অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট হয়ে গত ১৫/০৩/২০১২ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গাইবান্ধা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০৯/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস জুয়েল তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করলে তিনি অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেন এবং আপীল কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করে যথা সময়ে তাঁর যাচিত তথ্য পাননি।

প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিনতাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, অভিযোগকারীর আবেদনে উলেস্নখিত বিষয় সুস্পষ্ট না থাকায় এবং প্রশ্নসমূহ সঠিকভাবে না বোঝার কারণে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আবেদনের বিষয়টি বর্তমানে স্পষ্ট হওয়ায় তিনি অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করবেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের বিষয়ে তাকে কোন নির্দেশনা প্রদান করেননি বলে জানান।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদির আংশিক তথ্য পেয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি তথ্য কমিশনকে নিশ্চিত করেছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

আপীল কর্তৃপক্ষকে তাঁর যথাযথ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার জন্য সতর্ক করা হলো। প্রতিপক্ষকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব তারেক মাহমুদ জর্জ
আইন শাখা-১,
জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নাজমুল হক খান
উপ-সচিব (বৃত্তি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব তারেক মাহমুদ জর্জ, আইন শাখা-১, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা। অভিযোগকারী গত ১৯/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে উপ-সচিব (বৃত্তি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর ২০১২ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তককে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ জানতে চেয়েআবেদন করেন।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৭/০৩/২০১২ তারিখে ডাকযোগে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৮/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির। প্রতিপক্ষ জনাব নাজমুল হক খান, উপ-সচিব (বৃত্তি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কর্তৃপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর নিকট হতে আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাখা-১০ হতে ০১/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য সংগ্রহ করে ০৭/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য প্রদান করেছেন। অভিযোগকারীকে মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য জানানো হলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এছাড়াও ই-মেইলে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩ সালেরশিক্ষাবর্ষেনবম,

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীর পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশিস্নষ্ট শিড়্গাক্রম প্রনয়ণ কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

ইংরেজী মাধ্যম এবং মাদ্রাসা শিড়্গাক্রমে তথ্য অধিকার আইনটি অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। যেহেতু, প্রতিপড়্গ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং এ সংক্রান্ত প্রমাণাদী তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, যেহেতু অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
সাভার উত্তরপাড়া
(সাভার নামাবাজার খালেক
মার্কেট সংলগ্ন মনিরের বাসা),
পোঃ ও উপজেলাঃ সাভার,
জেলাঃ ঢাকা

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আবু জাফর রাশেদ
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা ভূমি অফিস,সাভার,
ঢাকা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, সাভার, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে আবেদন করেন-

১) সাভার উপজেলার মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ কত (একরে);

২) মৌজা ভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা;

৩) যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে ঐ সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম ও ঠিকানাসহ বন্দোবস্ত দেয়া সম্পত্তির পরিমাণ ;

৪) কি কারণে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার বর্ণনা;

৫) বন্দোবস্ত প্রাপ্তদের ঘর বা ভবন নির্মাণ করার অনুমতিসহ জমির আকার পরিবর্তনের কোন অনুমিতি আছে কি/না;

৬) কত বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে;

৭) সম্প্রতি অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন একটি আইন হওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো অর্পিত সম্পত্তির তালিকার ফটোকপি;

৮) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা পাঠানোর আগে যে নথিপত্রের ভিত্তিতে ঐ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সে সব নথিপত্র দেখতে চেয়ে এবং প্রয়োজনে ঐ সব নথিপত্রের ফটোকপি করতে চান।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২০/০৩/২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করার পর কোন তথ্য পাননি পরবর্তীতে তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ জনাব আবু জাফর রাশেদ সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, সাভার, ঢাকা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি এবং বিষয়টি অভিযোগকারীকে পত্র দিয়ে জানানো হয়েছে। অভিযোগকারীর আবেদনে বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট না হওয়ার কারণে সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আবেদনের বিষয়টি বর্তমানে স্পষ্ট হওয়ায় এবং তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় তিনি অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করবেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদির আংশিক তথ্য পেয়েছেন। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় প্রতিপক্ষ পূর্বে সব তথ্য প্রদান করতে পারেননি কিন্তু বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় এবং আবেদনের উল্লেখিত বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ায় অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি কমিশনকে নিশ্চিত করেছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

প্রতিপক্ষকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
সাভার উত্তরপাড়া
(সাভার নামাবাজার খালেক
মার্কেট সংলগ্ন মনিরের
বাসা),
পোঃ ও উপজেলাঃ সাভার,

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়,
ধামরাই, ঢাকা

জেলাঃ ঢাকা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৬/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে আবেদন করেন-

১) নাম ও ঠিকানাসহ ধামরাই উপজেলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইটভাটার তালিকা ও

২) নাম ও ঠিকানাসহ ধামরাই উপজেলার লাইসেন্সবিহীন ইটভাটার তালিকা

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২০/০৩/২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে আবেদন করার পর তিনি তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রতিপক্ষ মোঃ জহিরম্নল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, আবেদনকারীর যাচিত তথ্যাদি তাঁর দপ্তরে না

থাকায় উক্ত সময় সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয় হতে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ০৩/০৫/২০১২ তারিখের উনিঅ/ধাম/২৭৭ স্মারকমূলে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করে কমিশনকে অনুলিপি দিয়ে অবহিত করেছেন এবং অভিযোগকারী যে তা পেয়েছেন তার রিসিভ কপি সংযুক্ত করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপড়্গা অভিযোগকারী বরাবর তাঁর যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন মর্মে জানান ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত্ম

যেহেতু, প্রতিপড়্গা অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু, তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত্ম) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের পর সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি ও সরকারী কোষাগারে জমা দানের প্রমাণাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
সাভার উত্তরপাড়া
(সাভার নামাবাজার খালেক
মার্কেট সংলগ্ন মনিরের বাসা),
পোঃ ও উপজেলাঃ সাভার,
জেলাঃ ঢাকা

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ সহিদুজ্জামান
সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সহকারী কমিশনার ভূমি এর কার্যালয়,
ধামরাই, ঢাকা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ধামরাই উপজেলার মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ কত (একরে);

২) মৌজা ভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা;

৩) যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে ঐ সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম ও ঠিকানাসহ বন্দোবস্ত দেয়া জমির পরিমাণ ;

৪) কি কারণে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার বর্ণনা;

৫) বন্দোবস্ত প্রাপ্তদের ঘর বা ভবন নির্মাণ করার অনুমতিসহ জমির আকার পরিবর্তনের কোন অনুমিতি আছে কি/না;

৬) কত বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে;

৭) সম্প্রতি অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন একটি আইন হওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো অর্পিত সম্পত্তির তালিকার ফটোকপি

৮) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা পাঠানোর আগে যে নথিপত্রের ভিত্তিতে ঐ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সে সব নথিপত্র দেখতে চেয়ে এবং প্রয়োজনে ঐ সব নথিপত্রের ফটোকপি করতে চান।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২০/০৩/২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পড়্গ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, আবেদন করার পর কোন তথ্য পাননি পরবর্তীতে তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপড়্গ মোঃ সহিদুজ্জামান সহকারী কমিশনার (ভূমি), সহকারী কমিশনার ভূমি এর কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের সাথে সংশিস্নষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় সব তথ্য দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং বিষয়টি অভিযোগকারীকে গত ১৪/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য প্রদান করে তার অনুলিপি দিয়ে কমিশন কে অবগত করেছেন। অভিযোগকারীর আবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য না চাওয়ার কারণে সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আবেদনের বিষয়টি বর্তমানে স্পষ্ট হওয়ায় তিনি অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করবেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদির আংশিক তথ্য পেয়েছেন। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের সাথে সংশিস্নষ্ট কাজ প্রক্রিয়াধীন থাকায় প্রতিপড়্গ পূর্বে সব তথ্য প্রদান করতে পারেননি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং আবেদনের উলেস্নখিত বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ায় অভিযোগকারীকে তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করবেন বলে জানালে অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

প্রতিপড়্গকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন
বি-৫ (৫ম তলা), আরশীনগর,
দরগা রোড বাইলেন,
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সড়ক ও জনপথ (সওজ),
সিরাজগঞ্জ

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ (সওজ), সিরাজগঞ্জ বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) গত ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে অদ্যবধি সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলায় সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণ ও মেরামতের জন্য কত টাকা বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে, কোন কাজ কবে থেকে শুরু করা হয় এবং কবে নাগাদ শেষ করা হয়। অসমাপ্ত কাজের অবস্থা ও অগ্রগতি কি;

২) ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তির নাম ও ঠিকানা;

৩) কত টাকা বিল উত্তোলন বা কত টাকা এখনও তোলা হয়নি;

৪) নির্মাণ ও মেরামত কাজের সমাপ্তি প্রতিবেদনের কপি।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৮/০৩/২০১২ তারিখে এম নূর-ই-আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ, সিরাজগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন করেন।

আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সওজ, সিরাজগঞ্জ প্রাক্কলন শাখার সঙ্গে যোগযোগপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করে উক্ত কর্মকর্তাকে অনুলিপি প্রদান করেন। কিন্তু অভিযোগকারী পরবর্তীতে সংশিস্নষ্ট দপ্তরের সংশিস্নষ্ট ব্যক্তির সাথে যোগযোগ করলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ নাই মর্মে জানান। তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০২/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করার পর কোন তথ্য পাননি। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ (সওজ), সিরাজগঞ্জ তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন অভিযোগকারীর আবেদনের সময় তিনি দায়িত্বরত ছিলেন না এবং আপীল কর্তৃপক্ষ তাকে কোন নিদের্শনা প্রদান করেন নাই। সমন পাবার পরে পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং তিনি পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করবেন বলে কমিশনকে নিশ্চিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি প্রাপ্ত হননি। প্রতিপক্ষ পূর্বে দায়িত্বরত ছিলেন না বিধায় তথ্য প্রদান সম্ভব হয়নি কিন্তু সমন পাবার পরে পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং তিনি পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করবেন বলে কমিশনকে নিশ্চিত করলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

আপীল কর্তৃপক্ষকে তাঁর দায়িত্ব অবহেলার জন্য তিরষ্কারসহ সতর্ক করা হলো। অভিযোগকারীকে ২১/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে

নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব গোলাম মোস্তম্ফা জীবন
বি-৫ (৫ম তলা), আরশীনগর,
দরগা রোড বাইলেন, সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাত
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
গঙ্গা ব্যারেজ সমীড়্গা প্রকল্প
পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো),
বিআরই বিভাগ,
সিরাজগঞ্জ

সিদ্ধান্থপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গঙ্গা ব্যারেজ সমীড়্গা প্রকল্প পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), বিআরই বিভাগ, সিরাজগঞ্জ বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ অংশের পাইলট ড্রেজিং করা হয়েছে, তা কোন নীতিমালা ও সিদ্ধান্থের ভিত্তিতে করা হয়েছিল এবং কখন, কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, ড্রেজিং কাজ তদারকির দায়িত্ব কার ছিল, তাদের সকলের যোগাযোগের ঠিকানা চেয়ে;

২) ড্রেজিং এর জন্য কত টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল;

৩) ড্রেজিং কার্য সম্পাদন পূর্ব ও পরবর্তী পূর্ণ প্রতিবেদনের কপি;

৪) এই ড্রেজিং এর সাথে শহররড়্গা বাঁধ, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু ও তার গাইড বাঁধ সংরড়্গাণের সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে কি/না সে তথ্যের কপি।

৫) নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে সিরাজগঞ্জ শহর রড়্গা বাঁধসহ যে সকল বাঁধ বসতভিটা ও আবাদী জমি বিলীন হয়ে গেছে তার পরিমাণ ও আর্থিক বিবরণী;

৬) ড্রেজিং বাবদ ব্যয় ও উত্তোলনকৃত বিল, বকেয়া বিল সম্পর্কে বিস্তারিত ফাইল দেখে ফটোকপি পেতে চান।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৮/০৩/২০১২ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), বিআরই বিভাগ, সিরাজগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পড়্গ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করার পর কোন তথ্য পাননি। প্রতিপড়্গ জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ওদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গঙ্গা ব্যারেজ সমীড়্গা প্রকল্প পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), বিআরই বিভাগ, সিরাজগঞ্জ তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তিনি বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত আছেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপড়্গের নির্দেশনায় তিনি তথ্য কমিশনের শুনানীতে উপস্থিত হয়েছেন। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন বলে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি প্রাপ্ত হননি। প্রতিপড়্গ বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত কিন্তু ঊর্ধ্বতন

কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় তিনি তথ্য কমিশনের শুনানীতে উপস্থিত হয়েছেন। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করবেন বলে তথ্য কমিশনকে অবহিত করলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

প্রতিপক্ষকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষ্মণ কুমার রায়

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান
উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা

দরিনারিচা হরিজন ও
কলোনী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঈশ্বরদী, পাবনা। উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়,
ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ৩০/১১/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও থানা কমান্ডেন্ট, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১৭/০৭/২০১২ তারিখে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষ্মাণ কুমার রায়
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নিয়াজ আহম্মেদ
ফার্ম ম্যানেজার

ঈশ্বরদী, পাবনা।　　　　　　　ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড,

ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ০৪/০৮/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপড়্গের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য

অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১৬/০৭/২০১২ তারিখে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লড়্গণ কুমার রায়
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আকরাম হোসেন
উপজেলা সমবায় অফিসার

ঈশ্বরদী, পাবনা।   ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

ঈশ্বরদী উপজেলা,

ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৯/০৭/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে উপজেলা সমবায় অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী উপজেলা, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে প্রতিপড়্গা গরহাজির। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ তাঁর লিখিত বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়টি অবহিত হয়ে ১২/০৭/২০১২ তারিখে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীরবক্তব্য এবং উভয়পড়্গের দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন এবং প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন বলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভবিষ্যতে কমিশনের সমন পাবার পর যেন গরহাজির না থাকেন সে ব্যাপারে সতর্ক করে কমিশনের সচিব কর্তৃক স্বাড়্গরিত পত্র প্রদান করার নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষ্মণ কুমার রায় **প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মহির উদ্দীন**

দরিনারিচা হরিজন কলোনী,	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা
ঈশ্বরদী, পাবনা।	ও
	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
	উপজেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তর,
	ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ০৪/০৮/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তর, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপড়্গের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১৭/০৭/২০১২ তারিখে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত্ম

যেহেতু, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষ্মণ কুমার রায় **প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মনিরুজ্জল ইসলাম**

দরিনারিচা হরিজন কলোনী, ঈশ্বরদী, পাবনা।	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী উপজেলা, ঈশ্বরদী, পাবনা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৯/০৭/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে উপজেলা মৎস্য অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী উপজেলা, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১৭/০৭/২০১২ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীকে তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন বলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত্ম

যেহেতু, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লড়্গাণ কুমার রায় **প্রতিপক্ষ ঃ সহকারী পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত**

দরিনারিচা হরিজন কলোনী, ঈশ্বরদী, পাবনা।

কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৫/০৪/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে সহকারী পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপড়্গের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে প্রতিপড়্গ গরহাজির। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ

ডাকযোগে প্রেরিত তাঁর লিখিত বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তাঁর কার্যালয় হতে পূর্বে মৌখিকভাবে তথ্য দেওয়া হলেও লিখিতভাবে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়টি অবহিত হয়ে ১২/০৭/২০১২ তারিখে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীরবক্তব্য এবং উভয়পড়্গের দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত্ম

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভবিষ্যতে কমিশনের সমন পাবার পর যেন গরহাজির না থাকেন সে ব্যাপারে সতর্ক করে কমিশনের সচিব কর্তৃক স্বাড়্গরিত পত্র প্রদান করার নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব শ্রী দিপক কুমার
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব কেএইচএম রাইসুল হক
স্টোরেজ এন্ড মুভমেন্ট অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৩/০৫/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী ইশ্বরদী খাদ্য অধিদপ্তর কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপড়্গের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপড়্গ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উলেস্নখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১২/০৭/২০১২ তারিখে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষেরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত্ম

যেহেতু, প্রতিপড়্গ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-	স্বাড়্গরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব সোহাগ বাশফোর
রেলগেট হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা

প্রতিপক্ষ ঃ প্রধান শিক্ষিকা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঈশ্বরদী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,
ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৪/০৫/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে প্রধান শিক্ষিকা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ গরহাজির। তবে প্রতিপক্ষের নিকট হতে তথ্য কমিশনের সার্ভিস রিটার্ন ফেরত পাওয়া যায়নি। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে

তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন ও তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের স্বাক্ষরের সঙ্গে শুনানীর হাজিরার স্বাক্ষরের মধ্যে অমিল রয়েছে। আবার অভিযোগকারী কার বরাবর আপীল আবেদন করেছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে শুনানীকালে অভিযোগকারী কার বরাবর আপীল আবেদন করেছেন কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকটই আপীল আবেদন করেছেন। তাই তথ্য কমিশন এ অভিযোটি অগ্রহণযোগ্য বলে নিষ্পত্তি করার পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের স্বাক্ষরের সঙ্গে শুনানীর হাজিরার স্বাক্ষরের মধ্যে অমিল রয়েছে যেহেতু, যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল করা হয়নি সেহেতু, অভিযোগকারীকে পরবর্তীতে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অভিযোগ করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফায়ীজ ইয়ামীন (নাবালক)
পক্ষে-পিতা-সৈয়দ আহ্‌ম্মেদ,
বাড়ী নং-৩৫ (ফ্লাট-৫/এ),
সড়ক # ৬,
সেক্টর# ১৪, উত্তরা মডেল টাউন,
ঢাকা-১২৩০।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক),
রাজউক ভবন, ঢাকা-১২৩০

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৯/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক ভবন, ঢাকা-১২৩০ বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

(ক) ইতোপূর্বে অনুমোদিত মূল নথি নাম্বার ১৫/২০০৮ (ভূমি শাখা) তাং-২৯/০৫/২০০৮ এর আলোকে সৃষ্ট বিবিধ নথি

নাম্বার ৮/২০০৮ (আইন শাখা) তাং-১৬/০৬/২০০৮ ইং এর সিদ্ধান্ত ক্রমে মোকাদ্দমার বাদী রাজউকের দায়েরকৃত

মিস কেইস নাম্বার ৯১৬/২০০৮ বিগত ২৭/১০/২০১০ ইং তারিখে মাননীয় আদালত কর্তৃক খারিজকৃত সত্যায়িত

কপি উক্ত নথিতে সংরক্ষিত কিনা এবং নথির মূল মন্ত্র, আলামত, অস্তিত্ব ইত্যাদি বিনষ্ট/ক্ষুন্ন করা হয়েছে কিনা?

(খ) উপরোক্ত নথিদ্বয়ের ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট এবং বিধি মতে অনুমোদিত সাবেক/স্থগিত নথি নাম্বার ২২০/২০০৮ (নগর

পরিকল্পনা শাখা) তাং ০৫/০৩/২০০৮ বাস্তবায়নে একমাত্র প্রতিবন্ধকতা মিস কেইস-৯১৬/২০০৮, উক্ত মিস কেইস

খারিজের মধ্যে দিয়ে আবেদিত ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ছাড় করণে আইনগত বাধ্য বাধকতা থাকলেও অদ্যাবধি ছাড়

না করার বৈধ/অবৈধ অদৃশ্যমান কারণ আছে কিনা

(গ) ইতোপূর্বে সম্মানিত তথ্য কর্মকর্তা জনাব আনোয়ারম্নল ইসলাম শিকদার সাহেবের বরাবরারে বিগত ১০/১০/২০১০

তারিখে অনুরম্নপ তথ্য চাহিয়া আবেদনের আলোকে উপরোক্ত নথিগুলি পর্যালোচনাপূর্বক শুনানী শেষে আবেদনের

অনুকূলে যথাযথ নির্দেশ দেয়া শর্তেও চাহিত তথ্য ও প্রতিকার যথাঃ ড্যাপ নকশা সংশোধন, ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র

প্রদান অদ্যাবধি সরবারহ না করার বিধি সম্মত/ বিধি বর্হিভূত উৎকৃষ্ট কারণগুলো কি কি ?

(ঘ) চাহিত তথ্য ১, ২, ৩ বর্ণিত সারমর্ম ও প্রাসঙ্গিক চালচিত্র মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবরা লিখিত অভিযোগের

সঙ্গে সংম্পৃক্ত সম্মানিত কর্তা ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিগত ২১/০৬/২০১১ তারিখে শুনানী গ্রহণকরতঃ জনাব

চেয়ারম্যান আবেদিত ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র সহস্থে সম্মানের সহিত আমাকে বুঝিয়া দিবেন এমন অঙ্গিকার করলেও

অবশেষে কার্যে সম্পৃক্ত ও অধিস্থদের সঙ্গে অনৈতিক লেনদেনের পরামর্শ প্রদান করার আইগত ভিত্তি অথবা ব্যাখ্যা

লিখিত তথ্য আকারে প্রয়োজন।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২২/০৫/২০১২ তারিখে সচিব, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশিস্নষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ গরহাজির। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে উলেস্নখিত বক্তব্যই উপস্থাপন করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীরবক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর ক্রয়কৃত জমির উপর রাজউক এর নিষেধাজ্ঞার মামলা আদালত কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে। উক্ত মামলার রায়ের ভিত্তিতে রাজউক আপীল করেছে কিনা সে সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগকারী কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারে নাই। বিষয়টি যেহেতু দেওয়ানী আদালতে এখতিয়ারাধীন সেহেতু, উক্ত আদালত কর্তৃক বিষয়টি নিষ্পত্তিযোগ্য প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, অভিযোগকারী রাজউক এর বিপড়্গে ঘোষণাকৃত রায়ের সিদ্ধান্তে কোন আপীল করা হয়েছে কিনা তা উলেস্নখ করতে পারেনি যেহেতু, বিষয়টি দেওয়ানী আদালতের

এখতিয়ারাধীন, এ বিষয়ে কমিশনের করনীয় কিছু নেই সেহেতু, অভিযোগটি খারিজ করে নিষ্পত্তি করা হলো। সংশিস্নষ্ট পড়্গাগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-	স্বাড়্গারিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার